এই বিষয় যন্ত্রারূঢ় হওন কালে শ্রবণ করিলাম পুরাতন চন্দ্রিকার নূতন সম্পাদক নূতন চন্দ্রিকার নূতন এডিটর ও নূতন প্রোপ্রাইটরের নামে উকিলের চিঠি দিয়াছেন, ফলে তিনি দিতে পারেন, কারণ রাজকৃষ্ণ বাবু ইন্সালবেণ্ট গ্রহণের অনেক পূর্ব্বেই চন্দ্রিকা বিক্রয় করিয়াছেন।

এই নূতন 'চন্দ্রিকা'র সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও মাঝে মাঝে বাহির হইতে লাগিল। ১৮৫২ সনের ১৪ই আগস্ট রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কিছু দিন পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। চৈত্র, ১৭৮০ শকের (১৮৫৯ খ্রীঃ) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' প্রকাশিত একটি সমালোচনায় দেখিতেছি:—"এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়...।" ১৮৫৩ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন:—

কোন দৈব ব্যাঘাতে প্রাচীনা চন্দ্রিকা এত দিন বিড়ম্বনা-রূপ বারিদ জালে আচ্ছাদিত ছিলেন, পাঠক চকোরের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই, অবগতি হইল অদ্য প্রচুরতর প্রযত্ন-রূপ প্রবল প্রভঞ্জন প্রঘাতে উক্ত মেঘমালা দূরীকৃতা হওয়াতে চন্দ্রিকা পুনর্ব্বার প্রকটিতা হইয়াছেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই পুরাতন চন্দ্রিকার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখেন:—

বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যেমন এসাইনির নিকট হইতে হেড ক্রয় করত নূতন চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন তেমনি আবার এ পক্ষের পুরাতন চন্দ্রিকাখানি একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, একবার মৃত্যু, একবার জন্ম, এইরূপ পাঁচ ছয় আছাড় খাইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

'সমাচার চন্দ্রিকা' পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং শেষ দিকটায় 'দৈনিক'-এর সহিত মিলিত হইয়া বাহির হইত।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল।—

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—১৮৩১ সন (অসম্পূর্ণ)।

(২) কাসিমবাজার-রাজ লাইব্রেরি:—১২৬৩ সাল।

(৩) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি:—১৮৪৩-১৮৪৬ (অসম্পূর্ণ)।

(৪) ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—১২৩৭ সাল (১২ এপ্রিল ১৮৩০—১২ এপ্রিল ১৮৩১)।

ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'ভারতী' (ভাদ্র ১৩২৯, পৃ. ৪২৭-৩২) ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' (আগষ্ট ১৯২২) পত্রে, এবং ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত 'ভারতবর্ষে' (শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ২১৬-২২) প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮২২ সনের *Calcutta Journal* পত্রে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি ও কোন কোন প্রবন্ধের চুম্বক ইংরেজীতে দেওয়া আছে। ১৮৫০ সনের 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ("Early Bengali Literature and Newspapers," pp. 157-59) পত্রে ১৮২২-২৫ সনের 'সমাচার চন্দ্রিকা'র কতকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি আছে। ইহা ছাড়া 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনেক রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

১৮২২ সনের মে মাসে 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' নামে একখানি "মাসিক সমাচার পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা দ্বিতীয় মাসিক পত্র। প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

এই সমাচারপত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে প্রকাশিত হইবে ইহার মূল্য প্রতি কাগজ এক আনা লাগিবেক।

খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতএব যে কোন খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।

ইহার পর খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশে লিখিত একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা যাইবে :—

অন্য২ দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন শ্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইংগ্লণ্ড ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহারা বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমে২ ইহা বৃদ্ধি করিবা। (পৃ. ৫-৬)

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় ৮ পৃষ্ঠা পরিমাণ খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা থাকিত।

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি :—১ খণ্ড। ১ সংখ্যা। মে, ১৮২২।
১ খণ্ড। ১০ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩।
১ খণ্ড। ১৪ সংখ্যা। জুন, ১৮২৩।
২ খণ্ড। ১ সংখ্যা। জানুয়ারি, ১৮২৪।

১৮২৩ সনের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে—বিশেষতঃ সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্নালে' অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল, যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যেরা ইংরেজী সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন; উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১০ অক্টোবর ১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখিতেছেন ঃ—

> বর্ত্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় এবং দুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।…ফার্সী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নূমা' এবং 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'।…দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের।* ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক।…
>
> ফার্সী ও বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 'সতীদাহ' লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে। (বঙ্গানুবাদ)

এই মিনিটে বেলী সাহেব স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দেন। তিনি খোলাখুলিভাবে লেখেন ঃ—

> The liberty of the Press, however essential to the nature of a free State, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this country, or with the extraordinary nature of their interests.

বেলীর সুদীর্ঘ মিনিট (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃত হইল, কিন্তু তাহা হইতেই দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের মনোভাব যে প্রসন্ন ছিল না, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

১৮২২ সনের ১৭ই অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর-বৎসরের

* 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' ফার্সী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১২ এপ্রিল ১৮২২ (শুক্রবার) তারিখে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৩১ সনের এপ্রিল, মে ও আগষ্ট সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত আমার "Rammohun Roy as a Journalist" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৯ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হেষ্টিংস বিলাত-যাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়ী ভাবে গবর্নর-জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ৪ মার্চ ১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে সুপ্রীম কোর্টে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া এই আইন জারি হইল। এই নূতন আইনের প্রথম ফলস্বরূপ রামমোহন রায়-সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় রামমোহন জানাইলেন যে, নূতন আইনের অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তিনি এই প্রসঙ্গে 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বারে' যাহা লেখেন, তাহা ১৮২৩ সনের ১০ই এপ্রিল 'ক্যালকাটা জর্নালে' অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার

শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক-পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্নর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানাজাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।—

গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজা! মাখরোশ্,
রুমুজ্-ই-মস্‌লিহৎ-ই খেশ্ খুস্‌রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণসকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে স্থানে যে ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮২৩—১৮৩৫

যে-সকল মুদ্রিত পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক-পত্রে সংবাদ এবং সরকারী আইন ও বিচারপদ্ধতির বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সমালোচনা থাকিত, কেবল সেইগুলির জন্য নূতন আইনের সৃষ্টি হইল। এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক-পত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্মেন্টের চীফ সেক্রেটরীর নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া যাইত, কিন্তু সেজন্য কোনও ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া থাকিত। তাহা সত্ত্বেও আইনবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত এবং বে-আইনিভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী এই আইন বারো বৎসর বজায় ছিল। ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর স্যর চার্লস মেটকাফ উহা তুলিয়া দেন। সুতরাং ১৮২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৮৩৫ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই বারো বৎসরের মধ্যে যে-সকল সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হয়, তাহাদের সকলগুলিই সরকারের অনুমতি লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহাদের নামধাম সরকারী দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য যে-সব কাগজে সংবাদ বা রাষ্ট্রিক আলোচনা না-থাকার জন্য লাইসেন্স লইতে হইত না, তাহাদের নামধাম সরকারী দপ্তরে পাইবার কথা নয়।

এই পরিচ্ছেদে যে-সকল সংবাদপত্রের বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য সমসাময়িক বর্ণনা ছাড়া ভারত-গবর্মেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টে রক্ষিত লাইসেন্সের মূল আবেদনপত্র ও প্রদত্ত লাইসেন্সের নকল হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সকল লাইসেন্স হইতে পত্রিকাগুলির সঠিক প্রকাশকাল জানা না গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লাইসেন্স পাইবার মাসখানেকের মধ্যেই কাগজ প্রচারিত হইয়াছিল। আবার দুই একটি ক্ষেত্রে এমনও ঘটিয়াছে যে, লাইসেন্স লওয়া সত্ত্বেও কাগজ প্রকাশিত হয় নাই।

সম্বাদ তিমিরনাশক

কলিকাতার ৪০ নং মীর্জ্জাপুর হইতে এই বাংলা সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণমোহন দাসকে গবর্মেণ্ট ১৮২৩ সনের ২১এ আগস্ট লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে (কার্ত্তিক ১২৩০) কাগজখানি প্রকাশিত হয়। ২৯ নবেম্বর ১৮২৩ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে ঃ—

সুসম্বাদ ॥—একনবতিসংখ্যক চন্দ্রিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক তৎপ্রকাশক ব্যক্তি তিমির নাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে ফল সিদ্ধির সম্ভাবনাও বটে সে যে হউক সৎকর্ম্মের উদ্যোগও শুভসূচক। ইতর লোকেও কহে যে খোষ খবরের ঝুটও ভাল অতএব তাহার দোষ গুণ বিবেচনার আবশ্যকতা বড় নাই যেহেতুক সকল লোক স্ব স্ব বুদ্ধি-সাধ্যপর্য্যন্ত সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহার দোষাদোষ বিবিচ্য নহে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিই প্রশংসনীয়া।

১৮৩১ সন পর্য্যন্ত যে-সব বাংলা সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, 'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রে সেগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মুদ্রিত হইয়াছিল। ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই ইতিহাস পুনর্মুদ্রিত হয়; তাহাতে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—

…সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশক নামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি…।

'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্ব্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং যখন-তখন উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই কাগজখানির প্রচার রহিত হয়।*

'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের রচনার নিদর্শন ঃ—

বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন।—বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে২ ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতূহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে ঐ বৃদ্ধের এই সম্বাদ তাহার অন্তরঙ্গ ও প্রতিবাসী বাবুবর্গেরা পাইয়া আদৌ কএকটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট

* "The Koumudee, established by Ram Mohun Roy, which had long been in a very precarious state, has ceased to exist. The *Timir-nasuk*, or 'Destroyer of darkness'...has also become defunct...*Friend of India*, Jan. 5." (Cited by *Asiatic Journal* for June 1837, Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 98.)

উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তদোপরি নানাপ্রকার নিশান এবং কতকগুলিন বৈরাগী খোল করতাল ও রণশিঙ্গাদির বাদ্যের দ্বারা গঙ্গাযাত্রার মর্ম্মান্তিক আয়োজন পুরঃসর গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মইত্যাদি নাম উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার সমভিব্যাহারে জনেক যমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা বরপাত্রের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়া মুহুর্মুহুঃ বরের নাড়ী পরীক্ষা করত সঙ্কীর্ত্তন ও তৃণগুচ্ছের চামর ব্যজন করিতে২ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দীপাদি নির্ব্বাণ করিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন বিবাহ কার্য্য সুন্দররূপে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ পাইল ইহাতে বরপাত্রের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও তৎসমভিব্যাহারে বাবুদিগের উৎপাতে কন্যার পিতা সীতার বনবাস স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রসূতিপ্রভৃতি স্বজাতি স্ত্রীলোকেরা শিরে করাঘাত করিয়া খেদে (তালসাশ কাটম বসের বাটম আমারদের ঝিঃ তোমার কপালে বুড়া বর আমরা করিব কিঃ) মেয়ালি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে হে বিধাতা এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তল দর্শনে স্বীয় মাস্যাবলোকনে অভিমানে কালিমার গহিনা মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে এমত সুবর্ণলতিকা সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল তাহাতে ঐ গুণনিধি বর রসিকতাপূর্ব্বক কহিলেন বিসর্জ্জনের বিষয় কি মেয়্যাটি কালক্রমে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিবেন ইহাতে সকলেই নীরব থাকিলেন।—১৫ মার্চ ১৮২৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

বঙ্গদূত

ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন্ আর. মণ্টগোমারী মার্টিনকে ৫ মে ১৮২৯ তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'বেঙ্গল হেরল্ড' কেবল ইংরেজীতেই প্রকাশিত হইত; ইহার "সহচর" ছিল 'বঙ্গদূত'। 'বঙ্গদূতে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ ৯ মে ১৮২৯ (শনিবার)।* 'বেঙ্গল হেরল্ড' পত্রের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উহার অনুষ্ঠান-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে 'বঙ্গদূত' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অংশ পাওয়া যায়ঃ—

Prospectus of the *Bengal Herald* ... ...

A Native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the superintendance of the most talented Hindoos; translations from whose contributions will be occasionally made.

---

* 'বঙ্গদূতে'র প্রথম সংখ্যা দেখি নাই; কেহ কেহ এই সংখ্যার প্রকাশকাল "১০ মে ১৮২৯, রবিবার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় সংখ্যায় "শনিবার সন ১২৩৬ সাল ৪—জ্যৈষ্ঠ ইং সন ১৮২৯ সাল ১৭—মে" এই তারিখ মুদ্রিত আছে; ইহার বাংলা তারিখটি ঠিকই আছে, কিন্তু ইংরেজী তারিখটি ১৬ই মে হইবে; কারণ, ১৭ই মে শনিবার নহে—রবিবার। তৃতীয় সংখ্যায় বাংলা-ইংরেজী উভয় তারিখই—"১১ জ্যৈষ্ঠ, ২৩ মে" ঠিকমত দেওয়া হইয়াছে।

The English portion of the *Herald* will contain *Sixteen Pages*, royal quarto, and the *Native Eight*, which will admit of separate subscription, the former at the rate of *Two* rupees and the latter *One*, monthly.

To be Printed and Published every Saturday night, for the Proprietors.

R. M. Martin,
Dwarkanath Tagore,
Prussuna Comar Tagore,
Rammohun Roy,
Neel Rutton Holdar, and
Rajkissen Sing.

'বঙ্গদূত' পত্রের শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত :—

সংগোপনেল্পবিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বে ন তত্র সুজনা হিতমভ্যুপেতাঃ।
কিঞ্চাখিলার্থকলনাদ্বহুদেশভূতপ্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ ॥

—০—

অন্যঅন্যদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে ॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত ॥

'বঙ্গদূতে'র প্রত্যেক সংখ্যার দুই তিন পৃষ্ঠা ফার্সীতে লিখিত হইত। কাগজের শেষে লেখা থাকিত,—

এই বঙ্গদূত প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত থাকিবেন রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক বেতন ১ তঙ্কা মাত্র। যে কেহ এই সমাচার পত্র গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি গবরণমেণ্ট হৌসের পূর্ব্ব বাঁশতলার গলিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি ॥

'বঙ্গদূতে'র সম্পাদক ছিলেন সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার।* অবকাশের অভাবে কিছু দিন পরে তিনি 'বঙ্গদূতে'র সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলে, ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে ১৮৩০ সনের ১৩ই এপ্রিল

---

* নীলরত্ন হালদার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে (২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৭-৬৮) লিখিয়াছেন :—"বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।"

নীলরত্ন হালদার-রচিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৫৪-৫৯) প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার রচিত আরও একখানি পুস্তকের নাম জানা গিয়াছে; ইহা 'শ্রুতিগানরত্ন'। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।—...অগ্রহায়ণ মাস।...বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় 'শ্রুতিগানরত্ন' নামে এক প্রকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করেন।"

তারিখে গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইয়াছিল। ১৬ মে ১৮৩১ (৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৮) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

> এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীযুত রাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক··· ।

১৮৩৯ সনের মধ্যভাগে 'বঙ্গদূত' নবোদ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৫ জুন ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ ঃ—

> বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সাপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সেই মৃত কল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গেরা ইহা জ্ঞাত নহেন। কিন্তু আমরা ঐ সম্পাদকের ঐ নূতন প্রযত্ন বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহা হউক সর্ব্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি··· ।—জ্ঞানান্বেষণ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, মহেশচন্দ্র রায় অল্পদিন কাগজখানি চালাইয়া বন্ধ করিয়া দেন।

রচনার নিদর্শন ঃ—

> কাটোঁয়া।—শ্রুত যে ৺প্রাণকৃষ্ণ সিংহ লালাবাবুর পুত্র শ্রীযুত বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ পশ্চিম অঞ্চল হইতে নৌকারোহণে স্বদেশে আগমন করিতেছিলেন তাহাতে গত আষাঢ়ের ২০ বিংশতি দিবসে প্রত্যুষে কাটোঁয়ায় আগত হইলে দৈব দুর্য্যোগ জন্য তদ্দিবস তথায় তিনি অবস্থিতি করিলেন সে রাত্রে বায়ুযোগে জহ্নুতনয়া তরঙ্গিণীর তরঙ্গ তুঙ্গাঙ্গ হইয়া যেরূপ রঙ্গ করিয়াছিল তৎ সন্দর্শনে অনেকেরি স্বান্ত শঙ্কিত হইয়াছিল এবং নীরদের নিরন্তর বর্ষণে হর্ষও বিমর্ষ হইয়া লুক্কায়িত ও সকলেই কায়কম্পিত হইয়াছিলেন এমত কালে অশান্ত অবোধ অর্ব্বাচীন বিবেচনা-শূন্য কোন নাবিক নৌকায় ৪০ চত্বারিংশৎ লোক লইয়া পার করিতে প্রবর্ত্ত হইল সে তরি তরঙ্গে অঙ্গ সংযোগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে সমীরণ সহকারে যাইয়া জলমগ্না হইল তাহাতে অবল বালক ও বলরহিতা বনিতাদি সকলে সুরশৈবলিনীর ক্রোড়গত হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ ঘাসরাশির অবলম্বনে রহিল যদ্যপি তদ্দৃষ্টে তীরস্থ লোক শোক সাগরে নিমগ্ন তথাপি জলমগ্ন ভয়ে ভীত হইয়া ঐ আর্ত্তদিগকে আনিতে কেহ তথায় পারপ্রণী তরণি লইয়া যাইতে সমর্থ হইল না কিন্তু ঐ সিংহ বাবু তৎকালে সিংহতুল্য সাহস পূর্ব্বক স্বকীয় নৌকা নিক্ষেপ করিতে অর্থাৎ খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন সে নৌকা তথায় উপস্থিত হইবাতে তদাশ্রয়ে ৫ পুরুষ ২ স্ত্রী ১ বালক নীর হইতে তীরে আইল পুনশ্চ নৌকা যাওয়াতে সে সময় অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল কেবল দুই জন রক্ষা পাইল। এতাদৃক ব্যাপারে যে ইহাঁর আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রকাশ এমত নহে যেহেতু দয়াসাগর গুণাকর ঐ সিংহ বাবুর যে আকর তদাকর কাহার না উপকারকর হইয়াছিল

অতএব আকর গুণেই এ প্রকার হইয়াছে। আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুত ইতি।—
'বঙ্গদূত', ১ আগষ্ট ১৮২৯।

'বঙ্গদূত' পত্রের ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (২৩ মে ১৮২৯) হইতে ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯ পর্য্যন্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম বর্ষের ২য় সংখ্যা হইতে ১৮শ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

এই সকল সংখ্যা হইতে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছে।

শাস্ত্রপ্রকাশ

১৮৩০ সনের জুন মাসের মাঝামাঝি এই সাপ্তাহিক পত্রখানির আবির্ভাব হয়। ইহা প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। 'শাস্ত্রপ্রকাশে' কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ইহার পরিচালক ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।* ২৬ জুন ১৮৩০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

নূতন সম্বাদপত্র। কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগ্‌দেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানা শাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে...এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক।

১৮৩১ সনের গোড়ায় এই পত্রখানির নব পর্য্যায় আরম্ভ হয়; ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। এই নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যার তারিখ—

---

* লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রথমে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন; এই পদে মাসিক ৬০৲ বেতনে ১৮২৪ সনের জানুয়ারি হইতে ১৮৩১ সনের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর তিনি পূর্ণিয়া জিলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (২য় সংস্করণ, পৃ. ৪১২-১৭) পাওয়া যাইবে।

"ফাল্গুন পৌর্ণমাসী, ১৭৫২। (সম্বৎ ১৮৮৭)" অর্থাৎ ১৮৩১ সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। রচনার নিদর্শনস্বরূপ এই সংখ্যার "ভূমিকা"টি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ত্রেতাযুগে আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণ ইতিহাস করেন তদনন্তর দ্বাপরে ভগবান্ বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ এবং উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র আর মহাভারত ইতিহাস করিয়াছেন কিন্তু নানাপ্রকার সমাসোত্থিত তরঙ্গাকুল ঐ পূর্ব্বোক্ত অতিসুকঠিন শাস্ত্র সমুদ্রেতে যাহারদিগের স্বচ্ছন্দগতি নাহি তাহারা এক্ষণে এই শাস্ত্রপ্রকাশ রূপ নৌকাকে অবলম্বন করিয়া অনিমিষে সেই সমুদ্রের পারে যাইতে মন করুন॥ যোগিরদিগের অন্তঃকরণের অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া জ্ঞান-প্রদীপ যেমন দেদীপ্যমান হয়েন তদ্বৎ বঙ্গ ও বরেন্দ্র ও গৌড় ও পৌণ্ড্র প্রভৃতি দেশেতে সাধু লোকেরদিগের মনের অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া সাধুশব্দরূপ কিরণদ্বারা এবং শাস্ত্রার্থ ভাষারূপদ্বারা শ্রীযুক্ত গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক বিরচিত এই শাস্ত্র-প্রকাশ নিত্য দেদীপ্যমান হউক॥

'শাস্ত্রপ্রকাশ' সম্বন্ধে ২৬ মার্চ ১৮৩১ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্ত্রপ্রকাশপত্রে তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক সুতরাং অবশ্যই লোকসকল তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন।—সমাচার চন্দ্রিকা।

অল্প দিন পরেই 'শাস্ত্রপ্রকাশে'র প্রচার রহিত হয়।

'শাস্ত্রপ্রকাশঃ' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১-৯, ১১-১৪ সংখ্যা। ১৭৫২-৫৩ শক (আখ্যাপত্রবিহীন)।

সংবাদ প্রভাকর

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন, 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। 'সংবাদ প্রভাকর'ই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

সংবাদ প্রভাকর প্রেস (৩২ নং সিমলা) হইতে প্রতি শুক্রবার এই বাংলা সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য পাথুরিয়াঘাটা হইতে গুপ্ত-কবি সরকারের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু গুপ্ত-কবি তাহাতে বাংলায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

১১ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে এই পত্রিকার লাইসেন্স মঞ্জুর হয়। পরবর্ত্তী ২৮এ জানুয়ারি (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার) সাপ্তাহিক সমাচারপত্ররূপে 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম উদয় হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে জানা যায় ঃ—

পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দু ধর্ম্মনাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক প্রভাকরপ্রকাশকের যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।

'সংবাদ প্রভাকরে'র কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত ; শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত ঃ—

॥ সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥

॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥

॥০০০॥ অদ্যোত্তদ্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং ॥০০০॥

'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র—নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে—১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। গুপ্ত-কবি ১২ এপ্রিল ১৮৪৬ (১ বৈশাখ ১২৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন ঃ—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়, অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। [১২]৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে [১২]৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।*

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধে উদ্ধৃত।—'জন্মভূমি', শ্রাবণ ১৩০৪।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ সতাংমনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষুসমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতিভাষেত্তসমস্তাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥ ০৮০ ॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কুচিম্ভ্রামং ভ্রামমত্তভ্রমরীষিদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরা ॥ ০৪০ ॥
॥ ০৮০ ॥ অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকরকর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তর্বিরেকারসং ॥ ০৪০ ॥

নবম ভাগ ॥ ৮৯০ সংখ্যা শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১২৪৭ সাল ॥ ইং ৫ ডিসেম্বর ১৮৪০ সাল ॥ মাসিক মূল্য ১ তঙ্কামাত্র

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৪০ সালের ১৪ ডিসেম্বর সোমবার তারিখে বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে কলিকাতার ইনশালবেন্ট আদালতের ঘরে এসাইনি আফিসে যোত্রহীন ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার অধিকার কৃত আত্ম সত্বাধীন বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পত্তি পবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এক লাটে নির্দ্ধারিত দরে উচ্চ মূল্য প্রদাতাকে বিক্রয় করা যাইবেক।

বিহারের অন্তঃপাতি জেলা আজিমাবাদের শামিল ও তন্মধ্যে স্থিত জগদীশপুর নামে বিখ্যাত জমিদারি ভুক্ত সমুদয় তালুক প্রভৃতি যাহাতে উপরিলিখিত অক্ষম ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার সত্বাধীন /৬॥= এক আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ আছে, তাহা বিক্রীত হইবেক।

নির্দ্দিষ্ট মূল্য ৫০০ টাকা।

অক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালতের বাটীতে এসাইনি আফিসে অনুসন্ধান করিলে এই বিক্রয়ের নিয়ম এবং অপরাপর বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অক্ষম ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার বিষয়ের এসাইনি।

বিজ্ঞাপন।

উত্তম কেষ্টরাইল বিক্রী।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীগোপাললাল মিত্র ইহারা সকলকে জানাইতেছেন যে তাঁহারা উত্তম কেষ্টরাইল তয়ার করিতেছেন এবং উত্তম কোলড্রন কেষ্টরাইল অধিক মোন গুদামজাত আছে যাঁহারদের প্রয়োজন হয় শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষজার বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন ইতি।

২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দা ১৭৬২।
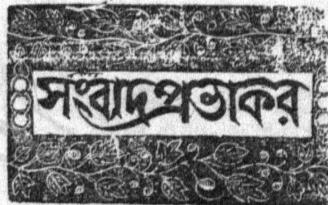
এইক্ষণে জগদীশ্বরের করুণাবারিবরিষণ দ্বারা এই রাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর সীমার সমরাগ্নি নিবারণ হওয়াতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম যেহেতু রাজারা রাজ্য রক্ষার নিদারুণ চিন্তা হইতে অবসর হইয়া আমারদিগের মঙ্গল নিমিত্ত নিয়মাদির সৃষ্টি করিয়া সাধারণকে সন্তোষে রাখিবেন, কিন্তু কি আক্ষেপ মহম্মদ পাশা বাহাদুরের সহিত সিরিয়ার অধিপতি বিবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং নেপালের রাজাও সুযোগযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইলেই শানিতাস্ত্র করে লইয়া সমরসাগরে নৃত্য করিবেন, ইহাতে বোধ হয় যে রাজ পুরুষেরা পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সন্ধির দ্বারা এই বিবাদ নিষ্পন্ন হউক ইতি।

বিদ্যাদায়িনী সভা।

গত বৃহস্পতিবাসরীয় যামিনীযোগে বিদ্যাদায়িনী সমাজের সভ্য মহা

['সংবাদ প্রভাকর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

পরে ২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন :—

প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন। আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসপর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার··· ।—২ জুন ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

চারি বৎসর পরে, ১৮৩৬ সনের ১০ই আগস্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃ প্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।*

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ১৮৫১ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

প্রভাকর পত্রের সংক্ষেপ বিবরণ।···১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবাসরে ইহার জন্ম হয়, তৎকালীন সপ্তাহে শুদ্ধ একবার করিয়া প্রকাশ হইত। ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবারাবধি ৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপরদিবসেই অর্থাৎ ঐ সালের ১ আষাঢ় অবধি অদ্য দিবসপর্য্যন্ত যথানিয়মে ক্রমশঃ দৈনিক-রূপে প্রকটিত হইতেছে।

'সংবাদ প্রভাকর' সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া 'সংবাদ প্রভাকরে' ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা

* 'সংবাদ প্রভাকর' ১লা বৈশাখ ১২৫৩ ('জন্মভূমি', শ্রাবণ ১৩০৪ দ্রষ্টব্য)।

থাকিত। সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পণ্ডিতেরা এই 'সংবাদ প্রভাকরে'র লেখক ছিলেন, যেমন—রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়।

২ বৈশাখ ১২৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে ইহার লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে গুপ্ত-কবি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—

প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম,—

১। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ২। শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিরোমণি। ৩। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ৪। বাবু নীলরতন হালদার। ৫। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ৬। ব্রজমোহন সিংহ। ৭। গোপালকৃষ্ণ মিত্র। ৮। বিশ্বম্ভর পাইন। ৯। গোবিন্দচন্দ্র সেন। ১০। ধর্ম্মদাস পালিত। ১১। বাবু কানাইলাল ঠাকুর। ১২। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৩। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৪। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। ১৫। শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬। প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ। ১৭। রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর। ১৮। হরিমোহন সেন। ১৯। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। ২০। সীতানাথ ঘোষ। ২১। গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২। যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ২৩। হরনাথ মিত্র। ২৪। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ২৫। গোপালচন্দ্র দত্ত। ২৬। শ্যামাচরণ বসু। ২৭। উমানাথ চট্টোপাধ্যায়। ২৮। শ্রীশ্রীনাথ শীল। ২৯। শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

সীতানাথ ঘোষ হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত পর্য্যন্ত কয়েক জন তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক-বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমারদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। অতএব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহাঁর সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃপুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহাঁর অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা, নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহাঁর মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য, কি পদ্য—উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র; যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু

দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।

প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।*

১২৬০ সালের বৈশাখ (১৮৫৩) হইতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই মাস-পয়লার কাগজগুলিতে "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত" হইত। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র আরও একটি জিনিষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এগুলি তিনি প্রধানতঃ ১৮৫৪-৫৫ সনের মাস-পয়লার কাগজগুলিতে মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না।†

'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্ত-কবির অনুপস্থিতিতে তিনিই সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। ২১ ডিসেম্বর ১৮৫০ (৭ পৌষ ১২৫৭) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ঃ—

> প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন।—এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী৺বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করণানন্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি, আমার অনবস্থান সময়ে সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের গুরুতর কর্ম্ম যে প্রকারে নিষ্পাদিত করিয়াছেন বোধ করি তাহাতে আপনারদিগের সম্পূর্ণ সন্তোষ জন্মিয়া থাকিবেক, যেহেতু তিনি অতি সুরীতিক্রমে যথা নিয়মে কার্য্য সম্পাদনে ত্রুটি করেন নাই,…।
>
> কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
> ৮ অগ্রহায়ণ ১২৫৭। প্রভাকর সম্পাদক।

---

* 'জন্মভূমি', শ্রাবণ ১৩০৪, পৃ. ২৪৩-৪৪।

† ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত আমার "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ (১০ মাঘ ১২৬৫) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোকগমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হন। কাগজখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

'সংবাদ প্রভাকরে'র রচনার নিদর্শন ঃ—

সংবাদ পত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা।—যখন যে জাতির ব্যবহারের বর্ত্মে সভ্যতার সমাগম হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে, এই উৎকৃষ্ট নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরা বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যথোচিত যত্ন করণে উৎসুক হইয়াছি,...

অধুনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার যদ্রূপ সুপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্রূপ ছিল না, কেবল মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় রচনার এক নূতন সূচনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে সাধুভাষায় কিরূপে শব্দ সংযোগ করিতে হয় তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানিতেন না ; সচরাচর পত্র লিখিতে হইলে "যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। আমরা ভাল আছি তাহাতে ভাবিত নহিবেন" ইত্যাদি। বিষয়ি লোকেরা কতক হিন্দি, কতক বাঙ্গালা, কতক পার্সি মিশ্রিত করিয়া পত্র লিখিতেন, যথা "বাপা হে, তুমি একবার খবরটা লও না, আজ্ সাত রোজ হল প্রাণাধিক বাবাজির ব্যাম হয়েছে, কবিরাজ তিন ওক্ত তিকিচ্ছে কর্‌ছেন, এখানে দাওয়াই ভাল নাই, তুমি একটু বিষ্ণু তোল পাঠাবা" ইত্যাদি। গদ্য রচনার এইরূপ শ্রী ছিল, নতুবা প্রায় হেয়ালী দ্বারা তাবৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইত, যথা "সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যার দল" "পর্ব্বত শিখর পরে গঙ্গার তরঙ্গ" তথা "আগা ঝম্‌ঝম্ গোড়া মোও" ইত্যাদি। দুঃখের কথা কি কহিব, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যিনি অতি সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তিনি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক বহুবিধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও ভাষা লেখনের ব্যবহারে শুদ্ধ প্রহেলিকা দ্বারা আমোদ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ সমাদর ছিল ; রাজা রামমোহন রায় সমাচার পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর ৺ নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন, তৎকালে উভয় দলে অনেক সাহায্যকারি পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, উভয় পক্ষের বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়। পাদ্রি সাহেবদিগের সহিত প্রথম পক্ষের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং আমরা ঐ সময়কেই বঙ্গভাষা অনুশীলনের আদি সময় এবং মৃত রাজাকে তাহার একজন সূত্র সঞ্চারক বলিয়া উল্লেখ করিব। এই মহাত্মা প্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলে কিছুদিন আলোচনার পথ এককালীন অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, এই ক্ষণে পুনর্ব্বার তদপেক্ষা সদবস্থা হইয়াছে ; অনেকেই লেখা-দ্বারা ও বক্তৃতা দ্বারা তর্ক বিতর্ক করিতে ও মনের ভাব ব্যক্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন, বিদ্যার্থিগণ বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করিয়া অনুশীলনের ক্রীড়ায় আমোদ করিতেছে, সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয় লিখিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছে। এইক্ষণে ঘুড়ির লক্, দাবার ছক্, পাশার পাষ্টি, ইয়ারের ফষ্টি, তবলার ধিড়িং, সেতারের পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লক্কা, ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অলঙ্কার হইয়াছে। যুবকেরা বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির

অর্থ এবং বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। এই সকল দৃষ্টে পুণ্যাত্মা রামমোহন রায়ের জীবিতাবস্থা স্মরণ হইবায় মন শোক-মিশ্রিত-কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! যে ব্যক্তি এই বঙ্গভাষা লেখনের সুরীতি সঞ্চার করেন—যে ব্যক্তি স্বদেশীয় মানব মণ্ডলীর মানসক্ষেত্রে বিদ্যার বীজ বপন করণে বহু ব্যয় ও যত্ন করেন—যে ব্যক্তির উদ্যোগ দ্বারা সদ্ভাবের সহযোগে সভ্যতা কতিপয় লোকের স্বভাব-সিংহাসন অধিকার করিতেছে—যে ব্যক্তির কৃপায় বেদান্ত ধ্বান্তকূপ হইতে মুক্ত হইয়া কলিকাতাস্থ শান্ত স্বভাব মনুষ্য সমূহের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল করিতেছেন—এবং যে ব্যক্তির স্থিরতর যুক্তিযুক্ত বিচার বাণে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ধার্ম্মিকেরা পরাভব হওত পরধর্ম্ম বিনাশ বিষয়ে প্রায় পরাঙ্মুখ হইয়া ঘোষণা-ঘরের আলোক নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন, অধুনা সেই দেশোজ্জ্বলকারি মহাপুরুষের বিরহে অন্তঃকরণে কি দারুণ যন্ত্রণার ভোগ হইতেছে! যাহা হউক, যদিও তিনি জীবিত নহেন, তথাচ আপনার মহৎকার্য্য ও কীর্ত্তি দ্বারা আমারদিগের নয়নাগ্রে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিরাজমান্ রহিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় যৎকালে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনুরাগী হয়েন তাহার অল্প দিন পূর্ব্বে সিবিলদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত পণ্ডিতবর মৃত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বিরচিত "প্রবোধ চন্দ্রিকা" এবং সুপণ্ডিত ৺ হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" এই দুইখানি পুস্তক প্রকটিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমোক্ত গ্রন্থে যদিও অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহার ভাষার অধিকাংশই কঠিন ও কর্কষ, তাহাতে রস ও মধুরত্ব নাই। শেষোক্ত পুস্তকের রচনা অতি সহজ, ভাষা অতি কোমল, দেওয়ানজীর* ভাষার সহিত অনেকাংশেই তাহার তুলনা হইতে পারে। যাহা হউক, বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিলে ইহারা উভয়েই আদি গ্রন্থকর্ত্তারূপে গণ্য হইবেন। মহাপ্রভু পাদ্রি কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা ঐ সময়ে বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কয়েক খানা পুস্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব সাহেব গন্ধই নির্গত হইত। দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। ৺ বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি "পাষণ্ড পীড়ন" প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য এবং মাধুর্য্য প্রচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।

ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা অনুশীলন কল্পে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহাতে দেশের অশেষ প্রকার উপকার সম্ভাবনা। সংপ্রতি মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যপূরিত-ভাষা-পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৎপাঠে আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যখন তরু মুকুলিত হইয়াছে তখন ফলবান ও বলবান হইবে তাহাতে সংশয় কি?—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ মার্চ ১৮৫৪।

* মৃত রাজা রামমোহন রায়।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের ফাইল।—

(১)	ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—	১২৫৩-৫৫ ও ১২৫৭-৬২। (অসম্পূর্ণ)।
(২)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—	১২৪৭, ১২৫৬, ১২৫৮-৬৬, ১২৭০, ১২৮৫, ১২৯৮-৯৯ সাল। (অসম্পূর্ণ)।
(৩)	শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য :—	১২৬২-৬৫ সালের কয়েক সংখ্যা ; অধিকাংশই মাস-পয়লার কাগজ।
(৪)	কাসিমবাজার রাজ-লাইব্রেরি :—	১২৬৩ সাল।
(৫)	রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—	১২৬১-৬৩ (অসম্পূর্ণ)।
(৬)	রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—	১২৬৪-৬৮ (অসম্পূর্ণ)। এগুলি মাস-পয়লার কাগজ।
(৭)	রতন লাইব্রেরি, বীরভূম :—	২২ জুন ১৮৩৯ তারিখের সংখ্যা।
(৮)	বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ :—	১২৬৪-৬৫ সাল (অসম্পূর্ণ)।
(৯)	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ঢাকা :—	১২৬৪-৬৫ (অসম্পূর্ণ)।
(১০)	ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন :—	১২৭২ সালের (১৮৬৫-৬৬) সম্পূর্ণ ফাইল। ইহা ছাড়া ১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখের সংখ্যাখানিও আছে। এগুলি হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া ডক্টর শ্রীসুশীল-কুমার দে (*Indian Historical Quarterly*, vol. ii, 1926) এবং ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ('ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৩৯) প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্বাদ সুধাকর

কলিকাতার ১১ নং জোড়াবাগান হইতে এই বাংলা সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার জন্য পাথুরিয়াঘাটা হইতে "কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব" প্রেমচাঁদ রায় লাইসেন্সের জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ (১৩ ফাল্গুন ১২৩৭) তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রের প্রথম আবির্ভাব।* পরবর্ত্তী ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় দেখিতেছি :—

* পাদরি লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রের প্রকাশকাল ১৮৩০ সন বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ১৮৩১ সনে P. Roy-প্রকাশিত *Sukhakar* নামে আরও একখানি কাগজের নাম করিয়াছেন। কিন্তু *Sukhakar* নামে কোন কাগজ ছিল না। কেরানীর নকল করিবার দোষে বোধ হয় প্রেমচাঁদ রায়-সম্পাদিত *Sudhakar* ('সুধাকর') *Sukhakar*-এ পরিণত হইয়াছে! 'সম্বাদ সুধাকর' ১৮৩১ সনেই প্রকাশিত হয়; লং ভ্রমক্রমে ১৮৩০ সন বলিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফালগুণ বুধবার প্রাতে সম্বাদ সুধাকর নামক সমাচার পত্র এতন্নগরের যোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে।

'সম্বাদ সুধাকর' অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল,—গোঁড়া ও উদার এই উভয়ের মাঝামাঝি একটা মতের পোষকতা করিত। এই পত্রিকার জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 'সম্বাদ সুধাকর' চারি বৎসর চলিয়াছিল।

'সম্বাদ সুধাকর' পত্রের রচনার নিদর্শন ঃ—

যদিও হিন্দুদিগের বিবাহের রীতি ইদানীন্তন দোষাবহ হইয়াছে ও যদিও ইহা সত্য বটে কিন্তু এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল বিবাহের গুণে জন্মে না। জ্ঞানরূপ সূর্য্য যদ্দারা সৎপুরুষের মানসিক তমো দূর হইয়া ক্ষমতাসমূহ উজ্জল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিতে তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হয় নাই সুতরাং তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে কুকর্ম্মে রত হইতেছে এবং কুকর্ম্মকেও কুকর্ম্ম জ্ঞান করে না কিন্তু পুরুষেরাই ইহার মূলাধার যেহেতুক যদি তাঁহারা স্বস্ব পত্নীর সহিত বিধানমত সংসর্গ করিতেন তবে যে ঐ নারীরা নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতির সহিত সুখাভিলাষ করে ইহা ক্ষণেকের নিমিত্তও বোধ হইতে পারে না ইহারা কেবল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্থাপন ও তাঁহারাই ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করি না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু যাঁহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতি করিতে মনস্থ না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রন্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাঁহারদিগের প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যে উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানাভাবেই হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাঁহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যা অথবা জ্ঞান থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকেরা কি এমত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইত। কিন্তু যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ঐ দৃঢ় প্রতিবন্ধক শত্রু মহাশয়েরা অস্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এমত আমরা কখনও ভরসা করি না যেহেতুক অবগত আছি যে নারীগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা তাঁহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করিয়া কেবল অন্ধের ন্যায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্যক কি তাঁহারদিগের অপেক্ষা আমরা জ্ঞানবান নহি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা করাই তাহারদিগের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ইহা করিলে তাহারা স্বর্গে গমন করিবেক।—৫ নবেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

সমাচার-পত্রের সংখ্যা

'সম্বাদ সুধাকর' প্রকাশিত হইলে ৫ মার্চ ১৮৩১ তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' যে মন্তব্য করেন, তাহা হইতে সে-যুগের সংবাদপত্রের সংখ্যা জানা যায় ঃ—

এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ব্বস্বদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।

সমাচার সভারাজেন্দ্র

ইহা মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা ও ফার্সীতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লাকে ১৮৩০ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাইসেন্স দেওয়া হয়। 'সমাচার সভারাজেন্দ্রে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৭ মার্চ ১৮৩১ (২৫ ফাল্গুন ১২৩৭) তারিখে। পরবর্ত্তী ১০ই মার্চ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে জানিতে পারা যায় যে,—

সমাচার সভা রাজেন্দ্রনামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচারপত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্গুণ সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটি সম্বাদ ও তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া চারি তা কাগজ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন যাহা হউক সকলপ্রকার কাগজ প্রকাশ হইল পূর্ব্বে কেবল ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র ছিল ইহাতে লোকেরদিগের বাঞ্ছা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্য ভাষায় কাগজে প্রয়াস হইল সে অভিলাষ পূর্ণহওনান্তে ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একত্রে দেখিবার সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্য বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি দেখা যায় নাই ৺ঈশ্বরেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ভাষায় কটক অঞ্চলে হইবেক ইহা হইলে অধিকতর মঙ্গল জ্ঞান করিব।

'সমাচার সভারাজেন্দ্র'-সম্পাদক প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন ঃ—

সভারাজেন্দ্র পত্রের বিষয় আমরা গত বারে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পুনশ্চ লিখি তিঁনি যদ্যপিও মুসলমান বটেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দরাপ খাঁপ্রভৃতির ন্যায় জবন জ্ঞান করিতে পারি যেহেতুক স্বধর্ম্মনাশেচ্ছুক হিন্দুসন্তানের প্রতি তাঁহার নিতান্ত দ্বেষিতা···।—১ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'সমাচার সভারাজেন্দ্র' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

জ্ঞানান্বেষণ

'জ্ঞানান্বেষণ' এই যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। উহা ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। কলিকাতা চোরবাগান হইতে এই সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার জন্য গবর্মেন্ট ৩১ মে ১৮৩১ তারিখে দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়কে লাইসেন্স দেন। পরবর্ত্তী ১৮ই জুন তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যার "অনুষ্ঠানে" এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

জ্ঞানান্বেষণ।

শনিবার ইং ১৮ জুন।

সংপ্রতি এতন্মহানগরে নানাবিধ সমাচারপত্রদ্বারা নানা দেশীয় সমাচার প্রচার হইতেছে তাহাতে এই পত্র প্রস্তুতকরা কেবল নানা দেশীয় গুহ্যাগুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এমত নহে পরন্তু অন্য২ প্রয়োজন অনেক আছে।

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোলপ্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।—২ জুলাই ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক। বাংলা ভাষায় প্রায় দুই বৎসর কাল প্রকাশিত হইবার পর উহাকে ইংরেজী ভাষাতেও প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আবেদন করা হয়। ১৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে গবর্মেন্ট এই আবেদন মঞ্জুর করেন। লাইসেন্স পাইবার কয়েক দিন পর হইতেই 'জ্ঞানান্বেষণ' যে ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই বাহির হইতে থাকে, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা জানা যাইবে :—

আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি

গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তি হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা ঐ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম··· ।—'সমাচার দর্পণ', ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছু দিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৯ সনের মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশিত করিলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন ঃ—

পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ বাহির করিয়াছেন··· ।—২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।*

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ গোঁড়া দলের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। তাঁহাকে ও 'জ্ঞানান্বেষণ'কে লক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ঃ—

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।—২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

গৌরীশঙ্করের প্রতি 'সম্বাদ তিমিরনাশকে'র এই বিরাগের কারণ অবশ্য তাঁহার উদার মত। প্রায় আঠার বৎসর পরে ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন যখন কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি নিজের মতামতের ইতিহাস দেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পর্কের কথা বলিয়া 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার উদ্দেশ্যবাচক শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন,—

আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের

* কলিকাতার খ্যাতনামা ইংরেজী দৈনিক 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' গৌরীশঙ্কর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper [*Bhaskar*] has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyananneshun*."

বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর' গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি 'বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥' এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব,...।—'সম্বাদ ভাস্কর', ২৬ মে ১৮৪৯।

স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।* গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের কয়েকখানি পত্র † হইতে 'জ্ঞানান্বেষণে'র আরও কয়েক জন পরিচালকের নাম পাওয়া যায়। এই পত্রগুলির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

Calcutta, 9th July, 1837—...I have a great deal to tell you about the Gyananashun which after this week will go into the hands of Babu Dukhina. This being the last time that I shall have to ask you to write in the Gyananashun, pray send me something good. You may pen a small article giving the particulars of Martin's conduct at Hooghly.

Calcutta, 21st September 1838.—...Taruck [Chandra Bose], the principal Editor of Gyananashun, has been lucky enough to get a Deputy Collectorship at Hooghly. I wonder who will carry on the paper now.

Calcutta, 24th November 1839.—I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few select friends lately held in my house at the request of Babu

---

* "Farewell Addresses to Sir Charles Trevelyan.—On Saturday last at 3 P. M. the Members of the British Indian Association waited in deputation on Sir Charles Trevelyan... Baboo Ramgopaul Ghose observed that he seconded Sir Charles in a small way by writing editorials in the *Guyananashun* newspaper on the subject [abolition of the Town duties]."—*The Hindoo Patriot* for April 10, 1865, p. 118.

† *A General Biography of Bengal Celebrities, both Living and Dead :* By Ram Gopal Sanyal (1889), i. 173, 180.

Ram Chunder Mitter, and Horo Mohun Chatterjea the present conductors of the Gyananashun, to take into consideration different points connected with the management of that paper. I was requested to take up the editorial management of it. I have not yet acceded to the proposal, and I think, there are weighty reasons for declining it. I have little leisure and less ability to conduct it, and the consequence is, I will feel it to be a great bore. And unless it can be better managed than it is at present, it is not worth while to take it up. But after all, should the paper devolve upon my hands, you may be sure to be constanly bothered by me for contributions. In fact it is the hope of being largely supplied with news by you that sometimes induces me to change my mind....

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ সনের নবেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে ২৬ নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন,—

The *Gyannaneshun* Native Newspaper has, we regret to hear, been given up for want of public support. It existed about ten years and was for some time ably conducted by a number of College students. In its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos, but since the retirement of Baboo Russickrishna Mullick, and Duckinanunden Mookerjie, who originally established the paper, merely with the view of keeping alive a spirit of liberal enquiry amongst the Hindoos and combating the prejudices of the orthodox party, it exhibited many symptoms of dotage and decay, till in the course of the present week it died a natural death.

কয়েক বৎসর পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' পুনঃ প্রকাশের আয়োজন হয়। ২৪ এপ্রিল ১৮৫০ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে দেখিতেছি,—

জ্ঞানান্বেষণ পত্র পুনঃপ্রকাশ। গত রবিবাসরীয় জ্ঞান সঞ্চারিণী পত্রে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্র আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসাবধি শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বসু কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হইবেক, কিন্তু তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় কিম্বা কেবল শেষোক্ত ভাষায় হইবেক তাহা বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হয় নাই।

কিন্তু ইহা শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের রচনার নিদর্শন :—

গবর্ণমেণ্ট গুপ্ত সেক্রেটরী অথচ এতদ্দেশীয় ভাষায় পুস্তকানুবাদক সভার সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত এইচ প্রাট সাহেব আমারদিগের নিকট দুই খানি পুস্তক প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহার এক পুস্তকের নাম "সংবাদ সার" এই পুস্তকের মধ্যে মধ্যে২ প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং ১৯৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে ইহার মূল্য ছয় আনা,…।

সংবাদসার গ্রন্থে বঙ্গ ভাষার সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্ম্মের বিপক্ষ নহে অতএব সর্ব্বজাতীয় বালকেরাই ইহা পাঠ করিতে পারেন এবং যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ সেই দেশীয় লোকেরা সংবাদসার গ্রন্থ মধ্যে ইহাও প্রাপ্ত হইবেন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বি রাজারাও হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমরা সংবাদসার গ্রন্থ হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন, যদিও ১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ সুধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বহুলাংশই আমারদিগের

লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব ১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবর্ণমেণ্টের হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহা এই।

ব্রাহ্মণ ভোজন।

মহারাজ্ঞীর সুপ্রিমকোর্ট তাঁহারদিগের মাষ্টর ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবকে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করণে কত ব্যয় হইবেক তাহা নিশ্চয় করণার্থ অনুমতি করিয়াছেন, এবং মাষ্টর সাহেব এক জন ব্রাহ্মণ কত আহার করিতে পারেন তাহা নিশ্চয় করিতেছেন, পশ্চাৎ লিখিত বিষয় সম্পাদনার্থ এই আজ্ঞা হইয়াছে, এক ব্যক্তি প্রাচীন মনুষ্য যাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রতাবস্থায় পতিত করিয়াছিলেন, তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণের নিমিত্ত ধন জমা রাখিয়া গিয়াছেন, যেহেতুক হিন্দুরা এই রূপ কার্য্য প্রশংসনীয় এবং অনেক২ পাপ নাশক বোধ করেন। রাসবিহারি শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি, কাশিমবাজারস্থ কোম্পানির রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন সদাগর পেট্রিক্ মেট্‌লণ্ড এই দুই সাহেবকে তাঁহার ধনের অধিপতি করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে এতদ্বিষয়ে সুডিক্রির অনুসারে তৎসময়ের মাষ্টরের প্রতি সভাপতির আজ্ঞা হইয়াছিল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত ব্যয় হইবেক এবং কোন্ ব্যক্তির উপর এতদ্বিষয়ের ভারার্পণ করা যাইবেক। মাষ্টর ৪৩০৩০ মুদ্রা ব্যয় এবং দেবনাথ শান্যাল ভারার্পণের উপযুক্ত পাত্র রিপোর্ট করাতে ১৮২৩ সালে মঞ্জুর হইল। সভাপতি দুই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়ের হস্ত হইতে উক্ত মুদ্রা শান্যালের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট ধন আদালতে জমা রাখিলেন, কিন্তু এই ধন দেবনাথের প্রাপ্ত হওনের ৭ বৎসর পূর্ব্বে সুদ সমেত ৬৩০০০ মুদ্রা হইয়াছিল অতএব তিনি সাহস পূর্ব্বক এতদ্বিষয় সম্পন্নার্থ আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু ষষ্ঠী সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার আদালতে আবেদন করিলেন যে তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে অক্ষম হইলেন এবং অবশিষ্ট ২৭০০০ মুদ্রা কোর্টে ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষ অধিকার হওনের সপ্তদশ বৎসর পরে ষষ্ঠী সহস্র ব্রাহ্মণের অধিক প্রাপ্ত হওয়া গেল না, কিন্তু ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এতদপেক্ষা দশগুণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধ কালীন একেবারে ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন অতএব ব্রাহ্মণ বংশের দরিদ্রতা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে বরং ক্রমে তাঁহারদিগের ধন ও স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে।

যৎকালীন দেবনাথের পরলোক প্রাপ্তি হইল তাঁহার পুত্র এবং ধনাধিপতি সীতানাথ অপর ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে প্রার্থনা করিলেন কিন্তু ব্রজনাথের পুত্র ইহা আপত্তি জানাইলেন অতএব কাহাকে ভারার্পণ হইবে তাহা কোর্টের বিচারাধীনে আছে। ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইবেক কিন্তু দেবনাথ ৬০ সহস্র ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়াছিলেন কি না তাহা কোর্ট জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং মাষ্টরের প্রতি এই সকল বিষয় অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিয়াছেন অতএব মাষ্টর, পূর্ব্বে কত ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত কত ধন আছে এবং এক্ষণে এক জন ব্রাহ্মণের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয় হয় এই সকল রিপোর্ট

করিবেন। আমরা ঐ রিপোর্ট শুনিতে ব্যগ্র হইয়া রহিলাম, যেহেতু যাঁহারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন তাঁহারা খেদ করেন যে মোসলমানদিগের অধিকার কালীন এক ব্যক্তির আহারের নিমিত্ত দুই আনা লাগিত কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকার হওন পর্য্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে যে আট আনার ন্যূনে এক ব্যক্তির আহার চলে না। যদ্যপি এক ব্যক্তির আহার দুই আনা কিম্বা চারি আনাতে হইতে পারে তথাচ আমরা শুনিয়াছি উক্ত ভোজের বিষয়ে আট আনার ন্যূন নির্দ্ধার্য্য হইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ ইং ১৮৪০ সাল। (১২ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' উদ্ধৃত)

অনুবাদিকা

১৮৩১ সনের ১০ই আগস্ট তারিখে ভোলানাথ সেন এই মর্ম্মে সরকারের নিকট আবেদন করেন যে, "রিফর্মার (*Reformer*) পত্রের ২৩শ সংখ্যায় (১০ জুলাই ১৮৩১) সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রচার করা হইয়াছে, এই মাসের গোড়া হইতেই রিফর্মার পত্র হইতে—মাঝে মাঝে অন্যান্য ইংরেজী কাগজ হইতেও—ভাল ভাল প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া একখানি ক্রোড়পত্রে মুদ্রিত হইয়া রিফর্মারের সহিত প্রচারিত হইবে। আশা করি, ইহার জন্য সরকারের নিকট হইতে স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হইবে না।"

১২ই আগস্ট তারিখে সরকার উত্তরে জানাইয়াছিলেন, "কেবল মাত্র রিফর্ম্মার পত্রে প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রস্তাবিত বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হইবে না।"

'অনুবাদিকা' ১৮৩১ সনের আগস্ট মাসেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'সম্বাদ কৌমুদী' একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করেন ; পত্রখানি এইরূপ :—

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু। এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়।—২৭ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'রিফর্মার' ও 'অনুবাদিকা'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

এক বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই 'অনুবাদিকা'র প্রচার বন্ধ হয়। ১৬ এপ্রিল ১৮৩২ তারিখে 'বেঙ্গল হরকরা' লেখেন :—

> We regret that the *Unoo Badika* or the Bengallee version of the *Reformer* which had been circulated *gratis* in the Hindoo Community since a few months after the commencement of the *Reformer* has been suspended from the last week, owing to the want of leisure on the part of its managers.—*Sumbad Cowmoody.*

সম্বাদ রত্নাকর

"কলিকাতা নগরীর উন্নতিবিধানকল্পে" ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট হইতে 'সম্বাদ রত্নাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য সিমলার মধুসূদন দাস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ১২ই আগস্ট তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী ২২এ আগস্ট (৭ ভাদ্র ১২৩৮) তারিখে কাগজখানি প্রকাশিত হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচারের সমর্থনই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—

> রত্নাকর। গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্নাকর নামক সমাচার পত্রপ্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি গত ২১ ভাদ্রের রত্নাকরপত্রের লিখিত বিবরণ রত্নজ্ঞানে সকলেই যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন যেহেতুক তৎপত্রসর্জনকর্ত্তা নাস্তিকহর্ত্তা হইয়া বিধাতার বাক্য পালনে অবোধদিগের বিলক্ষণ প্রবোধ প্রদানে বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন…।

'সম্বাদ রত্নাকর' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসে ইহার প্রচার রহিত হয়। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ (১৬ মাঘ ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ,—

> বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম।…সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।—…সম্বাদ রত্নাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে…।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা হইতে জানা যায়, এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র পাল।

সম্বাদ সারসংগ্রহ

১৮৩১ সনের আগস্ট মাসে কলুটোলা-নিবাসী সরূপচাঁদ দাস গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' একখানি পত্র প্রকাশ করেন ; ইহাতে 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' প্রচারের সঙ্কল্পের কথা ছিল।—

এতদ্দেশে নানাপ্রকার সমাচার পত্রের প্রচার হইয়া অনেকের উপকার হইতেছে তাহাতে বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা অনায়াসে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়া সকল পত্র গ্রহণপূর্ব্বক সকল সমাচার ও প্রেরিত পত্রাদি অবলোকন করেন কিন্তু যাঁহারা অনেক মুদ্রা বিতরণে সক্ষম নহেন তাঁহারদের সকল বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব আমার এই মানস যে সাধারণের উপকারার্থ সারসংগ্রহ-নামক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করি ঐ পত্রে সমুদায় বাঙ্গলা পত্রস্থ সমাচারের মর্ম্ম ও অবিকল প্রেরিত পত্র মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ পাইবেক ইহার মাসিক মূল্য ২ মুদ্রামাত্র…।—৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে উদ্ধৃত।

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় এই সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ইহার স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক— সিমলার বেণীমাধব দে গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। পরবর্ত্তী ২৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে (১৪ আশ্বিন ১২৩৮) 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন ঃ—

সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি…।—২২ অক্টোবর ১৮৩১ (৭ কার্ত্তিক ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'সম্বাদ সারসংগ্রহ' কিছু দিন প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত হয়।

জ্ঞানোদয়

এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি ঃ—

নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম এবং কএক পত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থের যে সাধুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সম্যক্প্রকারে বোধ হইতেছে যে ঐ জ্ঞানোদয় জ্ঞানোদয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবে… ।

১০ মার্চ ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' পুনরায় লিখিত হইল :—

শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতি প্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।

'জ্ঞানোদয়' ছেলেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 'জ্ঞানোদয়ে'র দুইটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

৩য় সংখ্যা

১ম পাঠ ॥ পরিশ্রমবিভাগাদি বিষয়।
২য় পাঠ ॥ শত্রুকে ক্ষমা করণ বিষয়।
৩য় পাঠ ॥ সৎ পুত্রের পারিতোষিক।
৪র্থ পাঠ ॥ কোন দয়ালু সেনাপতির বিবরণ।
৫ম পাঠ ॥ কোন ক্ষুদ্র জীবকেও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।
৬ষ্ঠ পাঠ ॥ তাবৎ দৃশ্যবস্তুর নাশ বিবরণ।
৭ম পাঠ ॥ মানুষের কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত।
৮ম পাঠ ॥ হয়দরালির মজ্‌জিদের বিবরণ।
৯ম পাঠ ॥
১০ম পাঠ ॥ কোন দাসের উপকারের আশ্চর্য্য বিবরণ।
১১শ পাঠ ॥ অহঙ্কারির হিতোপদেশ।
১২শ পাঠ ॥ চীন দেশস্থ নান্‌কিন্ নগরের কাচনির্ম্মিত মন্দির।
১৩শ পাঠ ॥

৫ম সংখ্যা

১ম পাঠ ॥ ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস।
২য় পাঠ ॥ নায়েগেরা নামক জল নির্গমের বিবরণ।
৩য় পাঠ ॥ ভারতবর্ষ ও তিব্বৎদেশ মধ্যস্থিত হিমালয় পর্ব্বতের বিবরণ।
৪র্থ পাঠ ॥ বিখ্যাত ইষ্ট্রাসবর্গ নামক নগরের ঘড়ীর বিবরণ।

এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শেষ পৃষ্ঠায় এইরূপ লেখা আছে :—

এই পুস্তক প্রতি মাসে মুদ্রাঙ্কিত হইবে ইহা গ্রহণে যে যে মহাশয়ের বাঞ্ছা হয় তাঁহারা স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সিমলার নীলমনি মিত্রের ষ্ট্রীটের ২০ সংখ্যার বাটিতে এক পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইহার প্রতিসংখ্যার মূল্য ॥০ মুদ্রামাত্র···।

কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে বাহির হইত না। ৮ম সংখ্যার শেষে আছে :—

এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইং তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ শাল।

৯ম ও ১০ম সংখ্যার শেষে প্রকাশের তারিখ যথাক্রমে "জানেওয়ারি ১৮৩৩ সাল" ও "মার্চ ১৮৩৩ শাল" বলিয়া পাওয়া যায়।

পাদরি লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন, 'জ্ঞানোদয়' ২০ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

রচনার নিদর্শন-হিসাবে প্রথম সংখ্যার "প্রথম পাঠ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

যৌবনাবস্থাতে সত্ বিদ্যোপার্জ্জন করা অত্যুচিত। পরোপকার করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা মনুষ্যের অত্যাবশ্যক।

যুবাব্যক্তির প্রধান অলঙ্কার লজ্জা হইয়াছেন।

কোন বিষয় অঙ্গীকার করিরার পূর্ব্বক্ষণেই বিবেচনা করা অতি কর্ত্তব্য।

নিরাকাঙ্ক্ষি মন হয়েন এক অমূল্য মহা রত্ন।

অলস দুঃখের ও পাপের ও কুকর্ম্মের মূলাধার।

যাঁহারা সর্ব্বদা অনৃত কহেন তাহারদিগের প্রতি কদাচ বিশ্বাস থাকে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি পরদোষ দর্শন করিয়া আপন দোষকে শোধিত করেন।

বন্ধু ব্যতীত এসংসার বনস্বরূপ।

পাপক্রিয়া বিলম্বে বা অবিলম্বে প্রকাশ পাইয়া মহৎ দুঃখোৎপাদিকা হয়েন।

'জ্ঞানোদয়' পত্রের ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :— ১ম-১৩শ সংখ্যা।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি :— ১ম-১০ম সংখ্যা।

National Library — ১ম-৯ম সংখ্যা। 182 Mc 83
(Rare Books Divn)

বিজ্ঞানসেবধি

১৮৩২ সনের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞানসেবধি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৫ মে ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ আছে। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে 'বিজ্ঞানসেবধি'র এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—

লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্‌সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

'বিজ্ঞানসেবধি'র প্রথম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

যে শাস্ত্র অভ্যাসদ্বারা যে২ লাভ ও সুখ উৎপন্ন হয় তাহা সম্যকরূপে বোধার্থে তৎশাস্ত্রাধ্যয়ন আবশ্যক ; সুতরাং পণ্ডিতেরা এতৎকালাবধি যে বিবিধবিদ্যা প্রচার করিয়াছেন তাহার সমুদয় অঙ্গ শিক্ষা না করাইলে সেইসকল বিদ্যাভ্যাসে যে কি২ উপকার হইতে পারে তাহা পূর্ণ রূপে জ্ঞাপন করা অসাধ্য. কিন্তু ঐ নানাবিধ বিদ্যার যে২ প্রকরণ ও অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলে তত্তদুপকার স্পষ্ট রূপে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে, শাস্ত্রের কোন শাখার একাংশ জানিবাতে যেপর্য্যন্ত লাভ ও সুখ তাহা প্রমাণদ্বারা দর্শান যায় ; অতএব সেই শাস্ত্র সমুদয় জানিবার যে মহৎ কারণ আছে তাহা তদ্দারাই অনুমান হইতে পারে.

বিদ্যাভ্যাসেতে যে উপকার ও সন্তোষ রূপ ফল আছে ইহা অনায়াসেই সপ্রমাণ করা যায়, যেহেতু অত্যন্ত জড় ও ক্ষুদ্র প্রকৃতি ব্যতিরেকে মনুষ্যমাত্রেরি জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে বিদ্যাভ্যাসে অবশ্যই কিঞ্চিৎ সুখ জন্মে, যথা কোন বস্তু প্রথম দৃষ্ট হইলে তাহার নূতনত্ব প্রযুক্ত দর্শন মাত্রেই কিঞ্চিৎ হর্ষ জন্মে, পরে তাহাতে অবধান হইয়া ঐ বস্তুর বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা হয়, অপর যদি ঐ বস্তু কোন এক অস্ত্র কিম্বা যন্ত্র বিশেষ হয় তবে তাহা কি প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছে ও কিপ্রকারেই বা কার্য্য নিষ্পন্ন করে এবং তদ্দ্বারা কোন২ কর্ম্মই বা নির্ব্বাহ হইতে পারে ইহা জানিতে বাঞ্ছা হয়। এবং যদি কোন নূতন জন্তু দৃষ্ট হয় তবে ঐ পশু কোন স্থান হইতে আসিয়াছে কিপ্রকারেই বা জীবন ধারণ করে ও তাহার গুণ ও স্বভাব এবং রীত্যাদিই বা কি তাহা অবগত হইতে বাসনা হয়। ঐ যন্ত্র কিম্বা পশু হইতে কোন উপকার সম্ভাবনা আছে কি না ইহা বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া উক্ত বিষয় জ্ঞাতো হইতে অনেকেই উৎসুক হয়েন ঐ পশু বা যন্ত্রের পুনর্দর্শনের স্থৈর্য্য না থাকাতে তাহা হইতে কোন স্বীয় উপকার হওনের নিশ্চয় না থাকিলেও কেবল নূতনত্ব ও অজ্ঞাতত্ব প্রযুক্তই তাহারদিগের বিশেষ জানিতে উৎসাহ হয় অতএব তদনুসন্ধানার্থে প্রশ্ন করণানন্তর উত্তর প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ তাহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক অবগত হইলে সন্তোষ জন্মে. যদিস্যাৎ ঐ যন্ত্র বা পশু পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হয় তবে পূর্ব্বদৃষ্ট হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞানও আছে ইহা স্মরণে সন্তোষ জন্মে অপর যদি কোন২ অংশে পূর্ব্বদৃষ্ট যন্ত্র বা পশুতুল্য অন্য এক যন্ত্র বা পশু দৃষ্ট হয় কিম্বা কোন২ অংশে তাদৃশ না হয় তবে ঐ উভয়ের ঐক্য করিলে তাহাদের কোন্২ বিষয়ে সমতা ও কোন্২ বিষয়ে বিষমতা তাহা তাবৎ বিতর্ক করাতে প্রীতি জন্মে. এই সকল কেবল প্রীতিজনক মাত্র তাহাতে বৈষয়িক সুখের সম্পর্কও নাই, ইহাতে ধন বৃদ্ধিও হয় না এবং বাসনাদি কোন ইন্দ্রিয় সুখও হয় না, তথাপি তাহাতে এমত সুখ আছে যে তৎ প্রাপ্তির নিমিত্তে স্বীয় ধন ব্যয় করা যায় এবং কোন২ শারীরিক সুখও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয় বিদ্যা জন্য যে প্রীতি সে এতদ্রূপমাত্র যেহেতু পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকেই বাস্তবিক বিদ্যা কহা যায়, বিদ্যা শব্দের মুখ্যার্থ জ্ঞান এবং গৌণার্থে শ্রেণীবদ্ধ শাস্ত্রকে বোধ হয়. যাহাতে জ্ঞান এরূপ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রচার হয় যে তাহা অক্লেশে উপদেশ করা যায় অনায়াসে স্মরণ থাকে এবং ঝটিতি অনুষ্ঠান করা যায়.

'বিজ্ঞানসেবধি' ইংরেজীতে প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে 'সম্বাদ সুধাকর' হইতে ১৮৩৩ সনের ১লা জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই সংবাদটি উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

বিজ্ঞান সেবধি।—কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি…।

'বিজ্ঞানসেবধি' পত্রের ফাইল।—

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি :— ১ম সংখ্যা।
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম-৫ম (১৮৩২ সন) সংখ্যা।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :— ১ম-৪র্থ সংখ্যা।

বিজ্ঞানসেবধি

অর্থাৎ

শিল্প শাস্ত্রের নিধি

লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায়

ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে

শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্‌সন সাহেবের আদেশে

শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদঘোষ

দ্বারা ভাষান্তর হয

ইউরোপীয সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক

শোধিত হইযা প্রকাশিত হইল

১ সংখ্যা

কলিকাতা

রিফারমর যন্ত্রালযে মুদ্রিত হইল

ইং ১৮৩২ শাল

['বিজ্ঞানসেবধি' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

দলবৃত্তান্ত

১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে 'দলবৃত্তান্ত' নামে একখানি সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব হয়। ইহা খুব সম্ভব সাপ্তাহিক পত্র ছিল। সামাজিক দলাদলির সংবাদই ইহাতে প্রকাশিত হইত। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

দলবৃত্তান্ত।—এতন্নগরে এক্ষণে নানাভাষায় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে তন্মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রের অত্যন্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহানুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে দলবৃত্তান্ত-নামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদা প্রায় প্রচার হয় না। অতএব তাঁহার অভিপ্রায় দলবৃত্তান্ত পত্রে কেবল দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাণ্ডুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর হইয়াছে। প্রস্তুত হইলে তাবতেরি সুগোচর হইতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তৎপ্রকাশকের নাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না অনুমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়া ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক তদ্বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ বক্তব্য উচিত অতএব লিখি।

যে২ দেশ যখন২ অরাজক হইয়াছে সেই২ দেশে তত্তৎকালে দলবদ্ধ হইয়া আপন২ দলের জাতি প্রাণ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন যদ্যপিও এক্ষণে অরাজক নহে সুবিচারক রাজার অধিকারে বাস করিতেছি এবং তাঁহার প্রবলপ্রতাপে ভিন্নদেশীয় দুর্দান্ত দুরাত্মা রাজাকর্ত্তৃক আমারদিগের কোন পীড়া নাই এবং ধন প্রাণইত্যাদির প্রতি চৌরাদির আশঙ্কাও নাই। তথাপি হিন্দুরদিগের বিশেষতঃ হিন্দুর মধ্যে বঙ্গভূমিনিবাসি অর্থাৎ বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মরক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে রাজশাসন নাই এজন্য কেহ২ স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন জাতি ধর্ম্ম নষ্টকরণপূর্ব্বক অপরের নষ্ট করিবার চেষ্টা করে সুতরাং দলাদলি থাকিলে তদ্বিষয়ের শাসন থাকে যেহেতুক দলপতি ভূপতির ন্যায় স্বদলস্থ ব্যক্তিদিগকে সাবধানে রাখিতে যত্ন করেন। তদ্বিশেষ এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হইয়া অখাদ্য খায় অপেয় পান করে এ কথা প্রকাশ হইলেই দলপতি আপন মতস্থ ব্যক্তিদিগকে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করেন যে অমুক পতিত হইয়াছে তাহার সহিত কোন ব্যবহার করিও না। অপর যদ্যপি কোন ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে পতিত থাকে সে ব্যক্তি কোন দলপতির নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার অপবাদের বিষয় বিশেষানুসন্ধানপূর্ব্বক নির্দ্দোষী জ্ঞাত হইলে আপন দলে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লন্ ইত্যাদি। অতএব দল থাকা বিশেষ উপকারজনক বটে কেননা মিথ্যাপবাদে লোক পতিত হইয়া থাকে না এবং যথার্থ কুকর্ম্মশালী ধার্ম্মিকদিগের সহিত চলিত হইতে পারে না তজ্জন্য সংসর্গ দোষ স্পর্শিতেও পারে না। অতএব এমত উপকারজনক বিষয়ের সম্বাদ সর্ব্বদা সজ্জনগণের শুশ্রূষ্য বটে। অপর এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে

বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের স্ব২ জাতীয়েরও বিশেষ২ দল আছে। অপর নবশাকভিন্ন স্বুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয় এ একটা বৃহদ্ব্যাপার বটে ইহার সম্বাদ যদ্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ যাঁহারা বিশেষ বুঝেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবৃত্তান্ত পত্র কি উপকারক হইবে। ['সমাচার চন্দ্রিকা', ৪ আশ্বিন ১২৩৮]

১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসেও 'দলবৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় নাই। ইহার প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া এক জন পত্রপ্রেরক 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখেন :—

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাদিপত্রে প্রকাশ পাইবেক…।— ২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

'দলবৃত্তান্ত' যে ১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। ২১ জুলাই ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

…অপর দলবৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে তৎপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক তজ্জন্য আমারদিগকে যে মহাশয় উত্তর প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন তিনিও ঐ দলবৃত্তান্ত পত্র পাঠ করিলে আর অনুরোধ করিবেন না।— 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে উদ্ধৃত।

সংবাদ রত্নাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে * [২৪ জুলাই ১৮৩২] 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"†

'সংবাদ রত্নাবলী' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক

---

* এই তারিখেই "সংবাদ রত্নাবলী নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মেছুয়াবাজার বড়তলা লেনে অবস্থিত রত্নাবলী প্রেস হইতে" প্রকাশ করিবার জন্য সরকার মহেশচন্দ্র পালকে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। 'সংবাদ রত্নাবলী'র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৭ই শ্রাবণ। ২৫ আগষ্ট ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইহার উল্লেখ আছে।

† "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী।' ১২৯২ সাল, পৃ. ২৬-২৭)।

ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১ বৈশাখ ১২৫৯।

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হইয়া 'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ১৫ নবেম্বর ১৮৪৫ (১ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়। ২৫ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন :—

আমরা দর্শনে হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম সংবাদ রত্নাবলী নামক সমাচার পত্রিকার পুনরুদয় হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন শনিবারে ঐ পত্রিকার নূতন দেহের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়।...এই রত্নাবলী ১২৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে চন্দ্রিকাভাসে প্রকাশ হইয়াছিল আমারদিগের পরম বন্ধুগুণাসিন্ধু আন্দুলীয় জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লিপিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তৎসময়ে প্রকাশ করেন, সম্পাদক মহাশয়দিগের নিতান্ত বাসনা ছিল রত্নাবলী দ্বারা ধর্ম্মসভাকে সদৃশ্যা করিয়া ধর্ম্মচক্রে বসাইয়া দিবেন, কিন্তু চন্দ্রিকা নির্ব্বাহক ধর্ম্মসভা সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বিবেচনা করিলেন রত্নাবলী দেখিয়া ধর্ম্মসভা যদি রত্নাবলী সম্পাদককে মাল্য প্রদান করেন তবে রাজাদিগের সহিত মাল্য বিনিময়ের ঘটকতাকার্য্যে যত যত্ন করিয়াছিলেন সকলি বিফল হইবে, রত্নাবলী সম্পাদক ঘটক বিদায় দিবেন না, অতএব ধর্ম্মসভাকে আপনি আগ্‌লিয়া রাখিয়া যেমন প্রভাকর সুধাকরকে সভার নিকট প্রবেশ করিতে দেন নাই রত্নাবলীকেও সেইরূপ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রত্নাবলী সম্পাদক মহাশয় ক্ষুব্ধ হইলেন না, ধর্ম্মসভার মায়া পরিত্যাগ করিয়া রত্নাবলীর সুবর্ণাবলী সাধারণকে দিলেন, তাহাতে এক বৎসর আট মাস তিন দিবস গ্রাহক মহাশয়েরা রত্নাবলী ধারণে পুলকিত ছিলেন, তৎপরে কোন আশ্চর্য্য কারণে যত্নাবলী বিরহে রত্নাবলীর লীলা সম্বরণ হয়, তদবধি আমারদিগের কি দুঃখ মনে রহিয়াছিল তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, এইক্ষণে বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তি সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন, চক্রবর্ত্তিবাবু সম্পাদক হইয়া রত্নাবলী দেখাইলেন এবং অনুভব হইতেছে মহাপ্রসাদ [জগন্নাথপ্রসাদ] মহাশয়ও চক্রবর্ত্তি বাবুর পশ্চাৎবর্ত্তি আছেন।... দর্পণ সম্পাদক মহাশয় দেশ পরীক্ষা করিয়া দর্পণকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কৌমুদী বঙ্গদূত প্রভৃতি সমাচারপত্র সকলও দেশের দোষে গিয়াছে, তবে যে চন্দ্রিকা প্রভাকর পূর্ণচন্দ্রোদয় জীবিত আছে তাহার কারণ এদেশের অনুগ্রহ নয়, সম্পাদকেরা বিদেশীয় মনুষ্যদিগের কৃপাতে নির্ভর করিয়াছেন, ভাস্কর ও রসরাজের বিষয়ে অন্য সাহায্য অধিক নাই, বান্ধবেরা রক্ষা করেন অতএব এসময়ে যে রত্নাবলী সম্পাদক মহাশয় পুনরুত্থান করিলেন ইহাতেই আমরা ভয় করি, যাহা হউক ফলে রত্নাবলী, ভাস্করাকারে দুই তক্তা কাগজে সুবর্ণাবলী ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছে।

সমাচার-পত্রের সংখ্যা-হ্রাস

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু অল্প দিন যাইতে-না-যাইতেই অনেকগুলি কাগজের অকালমৃত্যু ঘটিল। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' অন্য একখানি বাংলা কাগজ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> সমাচারপত্র রহিত।—কলিকাতা নগরে সংপ্রতি যেরূপ সমাচারপত্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল তেমনি হ্রাসতা হইতেছে প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রকাশনামক এক পত্র বন্ধ হইল দ্বিতীয় সারসংগ্রহ কিছু দিন প্রকাশ হইয়া স্থগিত হয় তৃতীয় রত্নাকর পত্র বর্ত্তমান মাসঅবধি রহিত হইয়াছে সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিন কাগজ বন্দ হইল ইহাতে মনে করি যে ক্রমে২ নূতন কাগজ সকলেরই ঐ দশা প্রাপ্তি হইবেক।

৯ মে ১৮৩৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি প্রেরিত পত্র হইতেও জানা যাইতেছে,—

> সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সম্বাদ পত্র।…কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর সুধাকর রত্নাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার যদ্রূপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে শ্রীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন।

জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ

পাদরি লঙের তালিকা হইতে ১৮৩২ সনে প্রকাশিত আর একখানি সাময়িক-পত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ-পত্রের ইতিহাসেও ইহার নাম আছে। কাগজখানি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "১২৪৭ সালে অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার উৎপত্তি। জন্ম-বর্ষেই 'জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ' কাল-সমুদ্রের উর্ম্মিমালার সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।" ('জন্মভূমি', ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৪, পৃ. ৪১)। এই বিবরণ ঠিক নহে ; কারণ, ১৮৪০ সনের পূর্ব্বেই যে কাগজখানি লোপ পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'দি ক্যালকাটা খ্রীষ্টান অবজার্ভার' পত্রে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক (পাদরি মর্টন-লিখিত) একটি প্রবন্ধে গতায়ু সাময়িক-পত্রগুলির তালিকায় "জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ—বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক" পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানসারসংগ্রহ

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' একখানি দ্বিভাষিক পাক্ষিক পুস্তক। ১৮৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ তারিখে 'বিজ্ঞান-সারসংগ্রহঃ' পত্রের প্রথম দুই সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণ পাটিতে বাংলা এবং বাম পাটিতে তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত।

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যায় লিখিতেছেন :—

অনুষ্ঠানপত্র। নীচেস্বাক্ষরকারি সম্পাদকেরা শিল্প শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রহইতে সংগ্রহ করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গভাষায় যে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছেন তাহার নাম বিজ্ঞানসারসংগ্রহ।

উক্ত সম্পাদকদিগের মনঃস্থ এই যে এরূপ ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্য নীতি শাস্ত্র সকলের সারোদ্ধার করিয়া বঙ্গদেশীয় পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করা যাইবে যে যদ্দ্বারা উক্ত পাঠক-দিগের জ্ঞান সীমার প্রশস্ততা অর্থাৎ অসীমজ্ঞান ও উত্তমরূপে নির্ম্মল নীতিজ্ঞতা হইতে পারে। আর এপ্রকার বিষয়ের অনুশীলনে উৎসাহ জন্মাইতে পারিবে যে যাহাতে মনুষ্যেরা সুখ ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারেন। সম্পাদকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে, যে রূপ চেষ্টা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি এরূপ চেষ্টা বুঝি, ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি করেন নাই, কারণ এপ্রদেশে ইংরেজি ও বঙ্গ ভাষায় যে দুই সমাচার পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা কেবল রাজকীয় বিষয় এবং অন্যান্য অচিরস্থায়ি লাভজনক বিষয় প্রকাশ হইয়াই তাহার শেষ হইয়া থাকে; কিন্তু আমাদের এই পুস্তকদ্বারা এরূপ কর্ম্মণ্য ও আহ্লাদজনক জ্ঞান পুঞ্জ প্রকাশ হইবে, যে তাহার অভ্যাসে যে রূপ মনোযোগ ও সময়ক্ষেপ করিবেন তদনুসারে যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমরা ইহা জ্ঞাত আছি যে অত্যন্ত ফলোপযোগি পুস্তক বঙ্গভাষায় অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমরা ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি যে যদ্যপি ঐ সকল পুস্তক এদেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় ও এদেশীয় লোকেরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন তবে আমরা যে রূপ উপকার করিতে মানস করিয়াছি উক্ত পুস্তক সকলদ্বারাও সেইরূপ যথেষ্ট উপকার হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ঐ সকল পুস্তক অত্যল্প লোকের হস্তগত হইয়াছে এবং এপ্রদেশীয় লোকদিগের বিদ্যাবিষয়ে যে রূপ উৎসাহ দেখিতেছি ইহাতে আমাদের এরূপ শঙ্কা হয়, যে, উক্ত পুস্তক যাঁহাদের হস্তে পড়িয়াছে তাঁহারাও আলস্য ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাধীন ঐ সকল পুস্তক পাঠ করেন না; অতএব আমাদিগের এরূপ কোন পুস্তক প্রস্তুত করা উচিত যে, যাহাতে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পারে, তন্নিমিত্তেই আমরা এই পুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। মনুষ্যদিগের সর্ব্বসাধারণ দোষ পরীহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সোলন যেরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন আমাদের সেরূপ ভ্রমে পড়িবার প্রার্থনা নাই। সকলকে উপদেশ দেওনের নিমিত্তে আমাদের যেরূপ চেষ্টা আছে লোকদের সন্তোষ জন্মাইতে আমাদের সেরূপ চেষ্টা নাই। এবং মনুষ্যদিগকে পরিশ্রম করাইতে ও উত্তম বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্তে আমাদের যেরূপ মনন হইয়াছে, লোকদিগকে সুখে

বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ।

VOL. I.] SEPTEMBER, 1833. [No. 2.

Account of Sir Isaac Newton.

SIR ISAAC NEWTON, of all men that ever lived, is the one who has most extended the territory of human knowledge; and he used to speak of himself as having been all his life, "but a child gathering pebbles on the sea shore"—probably meaning by that allusion, not only to express his modest conviction how mere an outskirt the field of his discoveries was, compared with the vastness of universal nature, but to describe likewise the spirit in which he had pursued his investigations. That was a spirit, not of selection and system-building, but child-like alacrity, in seizing upon whatever contributions of knowledge nature threw at his feet, and of submission to all the intimations of observation and experiment. On some occasions he

নিউটন্ সাহেবের উপাখ্যান।

সের্ আইজক নিউটন্ সাহেব সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞানের সীমাকে অধিক বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ উক্ত সাহেব জ্ঞান শাস্ত্রের অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন; অথচ তিনি কহেন যে, তাঁহার জন্মাবধি চিরকালপর্য্যন্ত জ্ঞানসমুদ্রের তীরহইতে অতিবালকের ন্যায় কতগুলি প্রস্তরখণ্ড সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার এরূপ কহিবাতে এই অসীম পৃথিবীতে যে সকল অসংখ্য বিষয় আছে তাহার সঙ্গে আমার প্রকাশিত বিষয়ের তুলনা করিলে কোনরূপে গণ্য হইতে পারে না, এইরূপ যে কেবল আপনার নম্রতা স্বীকার করা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই নূতন২ বিষয় প্রকাশ করিবার অনুসন্ধান করণরূপ যে স্বভাব ছিল, তাহাও ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। এবং কোন বিবেচনা বা কোন নিয়ম পূর্ব্বক যে ঐ সকল জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেন এমত নহে, কিন্তু কেবল বালকের ন্যায় যথেষ্ট আহ্লাদ পুরঃসর এরূপ জ্ঞান সকল অবলম্বন করিতেন, যে, যাহা স্বভাবত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত

['বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

নিমগ্ন করাইতে আমাদের সেরূপ মনন নাই ; অতএব আমরা এই তিন প্রধান বিদ্যার সারোদ্ধার করিয়া সংগ্রহ করিব।

প্রথম ভূগোল বৃত্তান্ত ও মনুষ্যোপাখ্যান সম্বিষ্ট ইতিহাস।

দ্বিতীয় সদুপদেশক ও সন্তোষক নানা প্রকার উপাখ্যানসম্বলিত নীতিশাস্ত্র।

তৃতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র যাহাতে এ প্রদেশীয় লোকের মধ্যে প্রায় অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন।

এই পুস্তক রায়েল আক্‌টেবো সাইজে ১৬ পৃষ্ঠাতে এক২ খণ্ড প্রস্তুত হইয়া প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশিত হইবে।

এবং উত্তম কাগচে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেযে মুদ্রিত হইবে।

মাসিক মূল্য ৸৹ আনা

এক বৎসরের মূল্য আগামি দিলে সমুদয়ে ৮ টাকা।

কখন২ ইহার সহিত পত্রাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তিও দেওয়া যাইবে।

শ্রীডবলিউ এম্‌ উলেষ্টন

শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী

শ্রীগঙ্গাচরণ সেন গুপ্ত

এই তিন জনের এক জনের নিকটে সংস্কৃত পাঠশালায়* জানাইলেই সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারিবেন ইতি।

সন ১৮।৩৩ শাল জুলাই

এই পত্রিকার ইংরেজী নাম *The Hindoo Manual of Literature*. প্রথম সংখ্যার গোড়ায় "অনুষ্ঠানপত্রে"র ইংরেজী অংশে আছে ঃ—

The *Undersigned* purpose to conduct a Literary and Scientific Journal, in Bengalee and English, to be entitled "*The Hindoo Manual* of Literature and Science," বা বিজ্ঞান সার সংগ্রহ.

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের প্রথম দুই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

১ম সংখ্যা।

অনুষ্ঠানপত্র।

মনুষ্যের জীবনোপাখ্যান বিষয়।

জুন্‌স সাহেবের উপাখ্যান।

জ্ঞানশাস্ত্র।

সত্য ইতিহাস।

২য় সংখ্যা।

নিউটন্‌ সাহেবের উপাখ্যান।

বিজ্ঞান শাস্ত্র।

ইংলণ্ডীয় প্রাচীন ধর্ম্মের অবশিষ্ট।

---

* কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাষ্টন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার প্রথম সহকারিরূপে গঙ্গাচরণ সেন মাসিক ৫০৲ বেতনে ১৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখে, এবং দ্বিতীয় সহকারিরূপে নবকুমার চক্রবর্ত্তী মাসিক ৪০৲ বেতনে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

প্রথম বর্ষের 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা মাসিক পত্রে পরিণত হয়। পাক্ষিক আকারে প্রতি সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা থাকিত। কিন্তু মাসিক আকারে ইহাতে ৩২ পৃষ্ঠা থাকিত এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ ও অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচার করিবার জন্য 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের আবির্ভাব। নবপর্য্যায়ে এই উদ্দেশ্য ছাড়া ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য উপাদেয় সংস্কৃত ও বাংলা রচনার অনুবাদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নবপর্য্যায় পত্রিকার মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় হিন্দু কলেজের ঠিকানা দিয়া সম্পাদকত্রয় 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাহা হইতে এ কথা জানা যাইবে ঃ—

> With a view to render this Series more acceptable to their European Subscribers, the Editors purpose to devote a portion of the work to original translations of interesting passages from Sanscrit and Bengallee authors. The main design, however, for which this work was at first undertaken, viz. "to communicate to the Natives a knowledge of European Literature and Science," will continue to be held prominently in view.

নবপর্য্যায় 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের প্রথম সংখ্যায় অন্যান্য প্রবন্ধ ছাড়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-কৃত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যান, এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি-কৃত তাহার ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় সংখ্যায় তৃতীয় ব্যাখ্যান ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

পাদরি লং প্রথম বর্ষের 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' দেখেন নাই। তিনি ভ্রমক্রমে ইহার নাম 'বিদ্যাসারসংগ্রহ', এবং প্রকাশকাল "১৮৩৪" লিখিয়াছেন।

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঃ—১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (প্রকাশকাল নাই), ২য় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)।
নবপর্য্যায় ২য় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪)।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ঃ—প্রথম বর্ষ ৫ম সংখ্যা (নবেম্বর ১৮৩৩), ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ছিন্ন)।
নবপর্য্যায় ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি ১৮৩৪), ৩য় সংখ্যা (মার্চ)।

চার আনা পত্রিকা

এই পত্রিকাখানি ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পাদরি লং উল্লেখ করিয়াছেন,—

> *Char Anna Patrika*—1833—On Ethical Essays and Historical Anecdotes. *

'চার আনা পত্রিকা' ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইত।†

---

* Long's *Returns relating to publications in the Bengali Language, in 1857.* (Selections from the Records of the Bengal Govt. No. xxxii), 1859, p. xlv.

† Long's *Catalogue of Bengali Works* (1855), p. 63.

বৃত্তান্তবাহক

২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতে পাই :—

রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে বৃত্তান্ত-বাহকনামক এক সংবাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ পাইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায় ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।

ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহক প্রেস নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল।* এই কারণে মনে হয়, 'বৃত্তান্তবাহক' ১৮৩৪ সনে (?) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথম অবস্থায় মাসিক আকারে প্রতি পূর্ণিমায় বাহির হইত। প্রথম সংখ্যা "চান্দ্রজ্যৈষ্ঠমাসীয় সমাচার"-রূপে ৮ই [১০?] জুন ১৮৩৫ (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার) তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল :—

বিজ্ঞাপন॥···এই সংবাদ পত্র প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইবেক তাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ আছে যাহাতে মনোঽনুপ্রবেশ করিলেই বিশেষোপকার দর্শাইবেক তথা নানা বিষয় ঘটিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিবরণ যাহা শ্রীলশ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই [প্রজ]াগণের মহোপকার দর্শাইবেক এবং ধর্ম্ম বিষয় যাহা সর্ব সাধারণের আবশ্যক ও এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয়াদি দেশের নূতন২ সম্বাদ যদ্দর্শনে পাঠকগণেরা পরমোল্লসিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের ও প্রেরিত যথা রীত্যনুসারে প্রকাশ হইবেক এক্ষণে এক বিষয়ে অধিক কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে তজ্জন্য অন্যান্য বিষয় লিখনে প্রবর্ত্ত হইলাম॥

প্রথম সংখ্যা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

এই সংবাদ পত্র প্রতি পূর্ণিমায় ষোড়শ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হইবেক মূল্য সংখ্যা প্রতি।০ আনা মাত্র যে কোন মহাশয় ইহা গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার কালেজ ইষ্ট্রীটে ৫৮ সংখ্যক বাটীতে সম্পাদকের নিকট এক স্বনামাঙ্কিত লিপী প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন···। সম্পাদক শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ।

এই পত্র পঞ্চানন তলার ১৯ সংখ্যক ভবনে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

---

* ১৮৩৬ সনে ভবানীপুর বৃত্তান্তবাহক প্রেস হইতে 'শৃঙ্গারতিলকে'র অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।—মুন্‌শী আবদুল করিম-সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

অজ্ঞানরূপংতিমিরংবিনশ্য জ্ঞানপ্রকাশংপ্রতিমাসমেব ।
বিস্তীর্যালোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূর্ণচন্দ্রোদয় এষ ভাতি ।।

১ সংখ্যা ২৮ জ্যৈষ্ঠ বুধবার পূর্ণিমা ১২৪২ সাল ইং ৮ জুন ১৮৩৫।

বিজ্ঞাপন ।।

এতন্মহানগরীয় বা অন্যান্য ভিন্নদেশীয় অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত যশঃপূর্ণিত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্যবীর্য্যবন্ত অত্তৈশ্বর্য্যান্বিত বা মধ্যমস্থ সাধুসদাশয় সমূহ মহাশয় এনিকৃষ্টের ধীরতার প্রাখর্য্য প্রকাশে অনিষক্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করিবেন তথা অলঙ্কারাদি দোষে দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ করতঃ সারভাগ গ্রহণ করিবেন যথাহংসের নীরে ক্ষীর ভক্ষণ অথবা মেঘাস্যে বারিবরিষণ এতাদৃশ ভাব মহানুভব মহাশয় সমূহকর্ত্তৃক হইলে স্বধর্ম্মরক্ষণাকাঙ্ক্ষি চন্দ্রিকার্ণব পার্শ্বে পল্বল সশে স্থিত হইয়া লেখনী ধারণপূর্ব্ব বিপক্ষ পক্ষের কটাক্ষ যাহা হিধর্ম্ম বিপক্ষে লক্ষ২প্রকাশ হয় তদ্বিনাশক হই যদ্যপি নিদিধ্যাসন ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়গণ পাকতঃ পরাঙ্মুখ ও অক্ষম নাহন তবেপূর্ণ চন্দ্রোদয়ে ব্যাঘাতরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাঁহারদিগের অনুগ্রহস্বরূপ বাতাশে অনায়াসে সে মেঘ ছিন্নভিন্ন হইয়া সুস্পষ্টরূপে উৎকৃষ্টতা প্রস্ফুটিত হওনে অসম্ভব নহে অধিকন্তু নিবেদনসর্ব্বসাধারণমতে এতদ্বিষয়ের তাৎপর্য্য ও কিঞ্চিৎ গুণবর্ণনযৎপ্রয়োজনকরে তদ্দ্বারানুসারে সংক্ষেপ রূপ কিঞ্চিদ্বর্ণনা করণে লেখনী ধারণ করিলাম ইহাতে পাঠকবর্গ মহাশয়েরা বিরক্ত না হইয়া যৎ.কিঞ্চিৎ কৃপাবলোকনে অবলোকন করিবেন ।

তাবৎকলা সম্পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রোদয় হইয়া যাদৃগ্ জগদন্ধকারকে ধ্বংস কৃশ ও লণ্ডভণ্ড খণ্ড২

['সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

সেকালের প্রথা-মত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ললাটে উদ্দেশ্যবাচক একটি শ্লোক থাকিত। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় যে শ্লোকটি প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ :—

অজ্ঞানরূপং তিমিরং বিনশ্য জ্ঞানপ্রকাশং প্রতিমাসমেব।
বিস্তীর্য্যলোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূর্ণচন্দ্রোদয় এষ ভাতি॥

পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে কিন্তু স্বতন্ত্র একটি শ্লোক মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

দশ পঞ্চ কলা পূর্ণে পূর্ণিমায়াম্বিধৌ পুনঃ।
অধুনা হরচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ কৃতঃ॥

তিন বৎসরের উপর হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে ১৮৩৯ সন (?) হইতে কলিকাতা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদক হন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ :—

১২৪৫ সাল, পৌষ।—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।

১৮৪১ সনে উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব, এই সময় হইতেই নিম্নের শ্লোকটি 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র কণ্ঠে মুদ্রিত হইত :—

দৃষ্ট্বা হৃষ্ট্যা শশাঙ্কং দিনরুচিরহিতং সাঙ্কহ্রাসং নিরঙ্কং ধাতা সংবাদ সোমং গুণময়মসৃজৎ পঙ্কজঘ্নং তমোঘ্নং।
স্বাঢ্যে সাঢ্যে সলেখে সমধুহৃদয়িতেঽদ্বৈতচন্দ্রে সুশৈলে ভব্যোভব্যোভবাব্জৌ হরিপদহৃদি সংপূর্ণচন্দ্রোদয়োসৌ॥

১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ সনের আগস্ট মাস পর্য্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য। ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; তাহার পর আরও এগারো মাস 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' চলিয়াছিল।

১৮৩৫ সনে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সর্ব্বপ্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পর-বৎসর ৯ই এপ্রিল তারিখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৩৬ সনের 'দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্নাল' হইতে জানিতে পারা যায় :—

The Sungbad Purno Chundrodoy.—The Monthly Magazine of this name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal. (P. 201.)

১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' যে দৈনিকের কলেবর ধারণ করে, ১৯ নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে (পৃ. ১০৮৯) তাহার প্রমাণ পাইতেছি :—

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে * * *।

অনেকে লিখিয়াছেন যে, ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্রয়িক আকার ধারণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্রয়িক হয় নাই। ২ বৈশাখ ১২৫৮ (১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয়গণের আনুকূল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে...।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এইরূপে দৈনিক আকারে ১৩ এপ্রিল ১৯০৮ (৩১ চৈত্র ১৩১৪) পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৭৩ বৎসর চলিয়া লুপ্ত হয়।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের রচনার নিদর্শন :—

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়॥—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক যে মাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশার্থ অস্মদাদির মানস ভূমিকাদ্বারা এতদ্দেশীয় ও অন্যান্য দেশীয় মহাশয়গণ সমীপে প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দর্শনে অশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানাঞ্জন বেষ্টিত মহাশয়গণ অস্মদাশাদ্বারা রোপণাকাঙ্ক্ষিত বৃক্ষের উপজীবিকা হেতু সাহায্যরূপ বারি প্রদানে জীবিত রাখেন এমত কল্পনায় অঙ্গীকৃত হইয়া স্বীয়২ নামাঙ্কিত করতোঽস্মন্মানস প্রফুল্ল করিয়াছেন তাহাতে অস্মদাদির বিবেচনায় নির্দ্ধারিত করা গেল যে তাঁহারদিগের অনুগ্রহসূচক আনুকূল্যে যে বৃক্ষ অস্মদাদিকর্ত্তৃক রোপিত হইল তাহাতে শীঘ্রই ফলোৎপাদক পূর্ব্বক তন্মহাশয়দিগের আস্বাদন জন্মে এমতবিবেচনায় অস্মদঙ্গীকৃত বিষয় অদ্য পূর্ণ করা গেল ইহার মধ্যে পাঠক মহাশয়েরদিগের গোচরার্থে অগ্রভাগেই এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল তৎপাঠে এতদ্বিষয়ের তাবন্নিয়মাবগত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য কএক বিষয়ও লিখিত হইল পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহাবলোকনে দৃষ্টিপাৎ করেন এমত আকাঙ্ক্ষায় সাহস পূর্ব্বক এতাদৃশ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলাম।

স্বদেশীয় বা বিদেশীয় সর্ব্বজনহিতাকাঙ্ক্ষি মহা যশোধারি মহাশয়েরদিগের প্রতি অস্মদ্বিনয়োক্তি এই যে এতন্নগরে পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আলোচনা প্রায় ছিল না ইত্যবলোকনে তন্নিয়ম নিবারণার্থ বিজ্ঞানুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা ও দর্পণাদি প্রকাশক মহাশয়েরা যে সুনিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন তদবধারণ পূর্ব্বক অনেকানেক মহাশয়েরা তদ্রীত্যনুসারে উপায়ানুসন্ধানে রত হইয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয়েরদিগের ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধির খরতর প্রাখর্য্য হইতেছে। এতাদৃশ সোপান দৃষ্টি করিয়া সংপ্রতি অস্মন্ মানস হইল যে তাদৃশ দুরাপ কীর্ত্তি দৃঢ়রূপে চিরস্থায়ি নিমিত্ত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক এতৎ সমাচার পত্র প্রকাশোদ্যোগী হই এবম্ভুত আকাঙ্ক্ষায় কতিপয় সদ্ভাব বিশিষ্ট মহাশয়েরদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে তন্মহাশয়েরা স্ব২ স্বীকৃত করুণা বিতরণে পরাঙ্মুখ না হইয়া সাহস প্রদান পূর্ব্বক যে উৎসাহজনক কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিলেন তাহা পূর্ব্ববৎ থাকিলে তন্মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য গ্রহণপূর্ব্বক মানস সফল করিতে পারিব।—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২-৩।

আমরা ভাস্কর পত্র পাঠে অবগত হইয়াছিলাম বাগবাজারের কতিপয় স্বধর্ম্ম পরায়ণ লোকে ধর্ম্মোপাসনা মানসে "হরিকালী দল" নামে এক সম্প্রদায় করিয়াছিলেন। তাঁহারা হরিবল

কালীবল এতাবন্মাত্র উচ্চারণ করত অহরহ গঙ্গা স্নানে যাইতেন সঙ্গে নিশান ও বালকদের আমোদের নিমিত্ত ক্ষুদ্র একটা ঢোলক থাকিত। কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ শুনিলাম পোলীসের লোকেরা বিশ পঁচিশ জনে দল বদ্ধ লোকেরও রাজপথে গমনাগমনে বিরক্ত হইত এক দিন দৈবাৎ এক জন বালক পথের মধ্যে ঐ দলের সঙ্গে স্থিত ক্ষুদ্র ঢোলক বাজাইবাতে সেই অপরাধে সে তৎক্ষণাৎ পোলীসে নীত হয় এবং হিন্দু ধর্ম্মের উপাসকদিগের সঙ্গে স্থিত ঢোলক অবশ্য তাঁহাদের আদেশে বাজান হইয়া থাকিবেক এই বিবেচনায় তাহার পঞ্চাশ টাকা দণ্ড হইয়াছে। সুতরাং হরিকালী দলের লোকেরা আপনাদের উপাসনার উপর রাজোপদ্রব দেখিয়া দল ভঙ্গ করিয়াছেন। এতদ্দেশের ধর্ম্মের উপর পোলীসাধ্যক্ষ মহাশয়দের কি দ্বেষভার উপস্থিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না যে কোন প্রকারে হউক যাহাতে লোকের ঐ বিষয়ে উৎসাহ ভঙ্গ হয় তাহারই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় পর্ব্বাহে যথেচ্ছা রূপে বাদ্যোদ্যম পূর্ব্বক উৎসাহ প্রকাশের প্রথা রাজ শাসনে রহিত করিয়া দিলেন লোকে একত্র হইয়া ধর্ম্মোপাসনার নিমিত্ত রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিবে তাহাও যদিস্যাৎ অসহ্য জ্ঞান করিয়া ঐ রূপ তৎপ্রতি প্রতিবন্ধক হন তবে একেবারে ধর্ম্মোচ্ছেদ হইবার সুত্র হইল।—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ২২ নবেম্বর ১৮৫২।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ফাইল।—

(১) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ঃ—প্রথম বর্ষের ১ম-৬ষ্ঠ ও ১০ম সংখ্যা।
১২৭২, ১২৮৫, ১২৮৮-৮৯, ১২৯২-৯৮, ১৩০০, ১৩১৪।
'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ইতিহাস ও কয়েক বৎসরের কাগজ হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া লাহা-মহাশয় 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' পত্রে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮; শ্রাবণ ১৩২৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) প্রকাশ করিয়াছেন।
প্রথম বর্ষের খুচরা সাতটি সংখ্যা হইতে উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন করিয়া আমি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিয়াছি।

(২) কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ঃ—১৮৫০-৫২ (১২৫৭-৫৯ সাল) অসম্পূর্ণ।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঃ—১৪ এপ্রিল ১৮৫১। ১৮৫৯ সনের মে-জুন মাসের ১২ খানি সংখ্যা। ১৮৭০-৭২ সনের ১৯ খানি সংখ্যা।

(৪) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ঃ—১৮৫৮ সনের ১৪ ও ২০ এপ্রিল এবং ২৮-২৯ মে তারিখের সংখ্যা।

(৫) শ্রীসুকুমার হালদার, রাঁচি ঃ—১৮৫২ (অসম্পূর্ণ)।

(৬) ব্রিটিশ মিউজিয়ম ঃ—১৮৬৭ সনের ২ এপ্রিল তারিখের সংখ্যা।

ভক্তিসূচক

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৮৩৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর (?) বুধবার প্রথম প্রকাশিত হয়। ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে প্রকাশ :—

The first number of a Bengali weekly paper, issued on Wednesdays under the name of *Bhuchtee Shuchuck*, has also been sent us...

'ভক্তিসূচক' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (তৎকালে মাসিক) লিখিয়াছিলেন :—

ভক্তিসূচক।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভক্তিসূচক নামক এক সাপ্তাহিক নূতন পত্রের সৃষ্টি হইয়া প্রতি বুধবাসরে প্রকাশ হইতেছে তৎপত্র সম্পাদকের অভিপ্রায় আমরা বোধ করিলাম যে তিনি একজন শ্রীশ্রীবিষ্ণু পরায়ণ ও সুবিচক্ষণ বটেন কেননা তন্মহাশয়ের বাসনা যে সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তির আলোচনা উৎকৃষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, যাহা বিষয়াবচ্ছন্ন প্রযুক্ত বিষয়ী ব্যক্তিদিগের সুদুস্কর হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ করণ মনন করিয়াছেন তাহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরা পরম সন্তোষান্বিত হইয়া পাঠ করিবেন এমত সম্ভাবনা বটে যেহেতু ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি মহাপুরাণান্তর্গত বচন রচনামৃত বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে যাহা হউক উক্ত সম্পাদক যে এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহাকে অস্মদ্দেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞান করিলাম।—৬ অক্টোবর ১৮৩৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৩৫—১৮৩৯

সংবাদপত্রের শৃঙ্খলমোচন

১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ সন পর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র শৃঙ্খলিত ছিল। এই সময়ে যে-সকল সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাদের কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র-বিধির ফলে গবর্মেণ্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকিলেও কার্য্যতঃ সংবাদপত্রগুলি অনেক দিন যাবৎ—বিশেষ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮—মার্চ ১৮৩৫), স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের কোন আশঙ্কার কারণ নাই—এই বিবেচনায় স্যর চার্লস্ মেটকাফ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন। এই সময় হইতে পরবর্ত্তী বাইশ বৎসর সাময়িক-পত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে বন্ধনমুক্ত করিয়া মেটকাফ শুধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সর্ব্বাগ্রে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মর্ম্মে অঙ্গীকার-পত্র (declaration) স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, তাঁহারা প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক। তাহার পর এই অঙ্গীকার-পত্রের দুই খণ্ড যথাক্রমে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে, এবং সুপ্রীম কোর্ট অথবা সেই এলাকাভুক্ত কিংস্ কোর্টের (ইংলণ্ডীয় আইনানুযায়ী উচ্চ আদালতের) দপ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ হইতে ১৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক প্রেস-আইন জারির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশে যে-সকল সাময়িক-পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, সেগুলির সঠিক নামধাম সংগ্রহের পক্ষে মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের এই সকল অঙ্গীকার-পত্র অমূল্য উপাদান। দুঃখের বিষয়, কলিকাতা হাইকোর্টের দপ্তরখানা হইতে এগুলি সংগ্রহ করিবার বর্ত্তমানে কোন সুবিধা নাই; কারণ অনুসন্ধিৎসুদিগকে বাংলা বা ভারত গবর্মেণ্টের পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করিতে দিবার জন্য যেরূপ সুবিধা দান করা হইয়াছে, হাইকোর্টের পুরাতন দপ্তরগুলি সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম এ যাবৎ করা হয় নাই।

সে যাহা হউক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরদিগের অঙ্গীকার-পত্রগুলির অভাবে, বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস রচনার আর একটি উপায় আছে। সে উপায়—আলোচ্য সাময়িক-পত্রগুলির গোড়াকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করা। কিন্তু সেদিকেও বাধা আছে; কারণ, এই

সকল সাময়িক-পত্রের অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; বোধ হয় এই জন্যই বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস-সঙ্কলনে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখকই পাদরি লঙের লেখার* উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে আমি অনেকগুলি প্রাচীন ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে এই পরিচ্ছেদটি লিখিত হইয়াছে। এই সকল সাময়িক-পত্র হইতে আবার অনেক নূতন পত্রের কথাও জানা গিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি মূল্যবান্ প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়ায় এই যুগের সংবাদপত্রের ইতিহাস গঠনকার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১ বৈশাখ ১২৫৯ (১২ এপ্রিল ১৮৫২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র এই সংখ্যাখানিও সংগৃহীত হয় নাই, তবে ৮ মে ১৮৫২ তারিখের সাপ্তাহিক *The Englishman and Military Chronicle* পত্রে গুপ্ত-কবির প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদকের সৌজন্যে এই সংখ্যাটি দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গুপ্ত-কবির এই রচনাটির "সম্পূর্ণ সহায়তায়" ভূতপূর্ব্ব 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'নবজীবন' পত্রে গোড়া হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমুদয় বাংলা সাময়িক-পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত করেন। তালিকাটি সর্ব্বত্র নির্ভুল না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার সাহায্য লইতে হইয়াছে।

সম্বাদ সুধাসিন্ধু

১৩ এপ্রিল ১৮৩৭ (২ বৈশাখ ১২৪৪) তারিখে বটতলার কালীশঙ্কর দত্তের সম্পাদকত্বে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রচারিত হয়। ১৮৩৭ সনের 'দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্নাল' হইতে জানা যায় যে :—

> *Sumbad Soodha-sindhoo.*—We are happy to notice that a weekly paper under the above name, has been established by Baboo Colly Sunker Dutt of Burtullah, since the 2d of Bysakh instant, and is supplied to subscribers at the monthly charge of eight annas.

কাগজখানি বৎসরেক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

---

* *A Descriptive Catalogue of Bengali Works,* by J. Long (1855). Long's *A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature,* (Calcutta 1855), and Long's *Return relating to Publications in the Bengali Language, in 1857,* (Calcutta 1859)—See vols. xxii & xxxii of the Selections of the Records of the Bengal Government.